সান্টু মামার স্কুল

[ইসলামী কিশোর উপন্যাস]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুনীর

প্রিন্টিং ও বাঁধাইঃ

মুসলিম প্রিন্টার্স
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং
রেলইয়ার্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

যোগাযোগঃ

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪
Email: almunirabdullah@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৫০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

১. জ্ঞান অর্জন

রানার বৃষ্টির দিন স্কুল কামায় করা যায় ঠিকই কিন্তু একটুও মজা করা যায় না। পাড়ার অন্যন্য ছেলেরা সারাদিন বুষ্টিতে ভেজে, স্কুলমাঠে কাদাপানির মধ্যে ফুটবল খেলে, কিন্তু রানার বৃষ্টিতে ভেজা একদম সহ্য হয় না। একদিন বৃষ্টিতে ভিজলেই এক সপ্তাহ সর্দি জ্বরে ভুগতে হয়, বাবা মার কাছে বকা শুনতে হয়। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। রানা ঘুম থেকে উঠে ফজরের সলাত পড়েছে, কোরআন তেলাওয়াত করেছে তারপর সকালের খাবার খেয়ে পড়ার টেবিলে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। এখন আর এক মুহুর্ত বাড়ি বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষন আগে জোহরের আযান হয়েছে। রানা পাচ ওয়াক্ত সলাত মসজিদেই পড়ে। কিন্তু বৃষ্টির যা গতি তাতে মনে হচ্ছে আজ আর মসজিদে যাওয়া হবে না। ঘরের চাল থেকে গড়িয়ে আসা পানি দিয়ে ওযু করে রানা জোহরের সলাত পড়ে নেয়। জোহরের সালাত পড়ার পর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে । চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় কে কোথায় আছে। মা রান্না ঘরে ছিলেন রানা এখুনি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে তিনি ঘুর্নাক্ষরেও টের পাবেন না। সমস্যা কেবল মিতাকে নিয়ে সে দেখলেই মাকে বলে দেবে। রানা মিতাকে ফাকি দিয়ে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু গাধার মত ভেজাটাই অকারন হল। মাঠে কাউকে পাওয়া গেল না। কেবল মিঠু একা একটা চামড়ার ফুটবল নিয়ে সারা মাঠ দৌড়াদৌড়ি করছে। মিঠু চেয়ারম্যানের ছেলে, তার এক মামা ঢাকায় থাকে। তার মামা তাকে অনেক খেলনা কিনে দেয়। এই ফুটবলটিও হয়তো তার মামা কিনে দিয়েছে।

আমার সাথে খেলবি ? রানাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলে ওঠে মিঠু।

রানা নিচু স্বরে বলে ,না।

পাড়ার যে কইজন ছেলে আছে তাদের মধ্যে মিঠুই রানার সব চেয়ে বেশি অপছন্দ। বলতে গেলে প্রায় কথাই হয় না ওর সাথে। মুখ ভার করে রানা ভাবতে থাকে মিতুলের কথা। মিতুল রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রতিদিন দুজন একসাথে স্কুলে যায়। সারাদিন একসাথে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, নদীতে সাতার কাটে। নদীর কথা মনে হতেই রানার মনে হয় পাড়ার সবাই হয়তো নদীতেই খেলছে। সে নদীর দিকে রওয়ানা হয়। সত্যি সত্যিই

সবাইকে নদীতে পাওয়া গেল। প্রায় ৮/১০ জন একসাথে হৈ চৈ করে নদীতে গোসল করছে কেউ সাতরে এপার ওপার করছে, কেউবা ডুব দিয়ে লুকোচুরি খেলছে যাদের অনেক সাহস তারা মিঠুদের দো-তালা সমান লম্বা গাছ থেকে লাফিয়ে পানির উপর পড়ছে। একাজ সবাই পারে না একটু অসতর্ক হলেই বিপদ ঘটে যেতে পারে। রানাকে দেখে উপস্থিত সবাই খুশি হয়, মিতুল তো খুশিতে প্রায় নাচানাচি শুরু করে দেয়। সবার সাথে প্রায় আধাঘন্টা ধরে বৃষ্টি আর নদীর পানিতে ভিজে আনন্দ করে রানা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষন স্থায়ী হয় না। গায়ের রং হলুদ হয়ে যায়, হাতের আঙ্গুল গুলো বৃদ্ধ মানুষের মত জড়ো সড়ো হয়ে যায়। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রানা বাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তায় উঠে আসে। পশ্চিম দিক হতে একজনকে রানাদের গ্রামের দিকে হেটে আসতে দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় এ গ্রামের কারও বাড়ির মেহমান তিনি। একটি মাঝারি আকৃতির ব্যাগ হাতে মাথা নিচু করে ভিজতে ভিজতে পথ চলছে লোকটি। দুর থেকে লোকটাকে সান্টু মামার মত মনে হচ্ছে। সান্টুমামা রানার ছোটমামা। তিনি প্রায়ই তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বছরে দুএকবার অন্যান্য মেহেমনরাও বেড়াতে আসেন কিন্তু ছোটমামা তাদের থেকে আলাদা। অন্যান্য মেহমানরা বেড়াতে আসলে প্যাকেট ভর্তি মিষ্টি নিয়ে আসে আর মামা যেবারই আসেন প্রায় ডজন খানেক বই নিয়ে আসেন। সবাই প্রশ্ন করে

পড়াশুনা কেমন চলছে, রেজাল্ট ভাল করেছ তো ?

আর মামা বলবেন

সলাত পড়িস তো? গত বার যে হাদিসের বই কিনে দিয়েছিলাম সেটা পড়ে শেষ করেছিস ?

রানা এখন পাচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে। সলাত না পড়লে মা বকে। মামার দেওয়া বই গুলো কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলে। নবীদের কাহিনী , কোরআনের কথা এসব বই তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। স্কুলের পড়ায় একটুও মন বসে না কিন্তু ইসলামী বই পড়তে রানার খুব মজা লাগে। ছোট মামা আসলে কত রকম জ্ঞানের কথা বলেন ঐ লোকটি যদি ছোটমামা হয় তবে কি মজাই না হবে!

একটু কাছাকাছি হতেই মামাকে চিনতে পারে রানা। একলাফে মামার নিকটে যেয়ে বলে

মামা, ভাল আছেন ?

ছোটমামা কিন্তু কোন উত্তর দেন না কেবল চোখ কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মামাকে ওভাবে তাকাতে দেখে রানা বুঝতে পারে কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে নিশ্চয়। অল্প কিছুক্ষন চিন্তা করেই রানা বুঝতে পারে কি ভুল হয়েছে। গত বার মামা কত করে বললেন কাউকে দেখলে প্রথমে সালাম দিতে হয়। রানা খুব লাজুক ভঙ্গিতে বলে

আসসালামু আলইকুম, মামা।

ছোটমামা এবার খুশি হন। সালামের উত্তর দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন মনে পড়েছে তাহলে ?

আসলে রানার দোষ নই এ গ্রামের কেউ কাউকে সালাম দেয় না কেবল বলে ভাল আছেন। মামা বলেছেন শুধু ভাল আছেন বললে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন আর সালাম দিলে আল্লাহ খুশি হন। এসব কথা মামা ছাড়া আর কেউ বলে না। তাই মামা চলে গেলেই রানা সব ভুলে যায়।

ছোট মামা বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে গেছেন। ঠান্ডার প্রকপে রানার চেয়েও বেশি জোরে কাপছেন। মনে হচ্ছে হাতের ব্যাগটি ধরে রাখতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। রানা মামার হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। ব্যাগটি হাতে নেওয়ার পরই রানা বুঝতে পারে যতটা হালকা মনে হচ্ছিল ততটা হালকা নয় ওটি। ভিতরে নিশ্চয় ভারি কিছু আছে পানিতে ভিজেও ভারি হতে পারে যাই হোক একবার যখন মামার হাত থেকে নিয়েছে তখন বাড়ি পর্যন্ত তো নিয়ে যেতেই হবে।

মামা এসেছেন! মামা এসেছেন! বলতে বলতে সজোরে বাড়ির ভিতর ঢুকে যায় রানা। রানার আওয়াজ শুনে মা রান্না ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। বৃষ্টিতে ভেজার কারনে রানার উপর তার যা রাগ হয়েছিল ছোট ভাইকে দেখামাত্র তা বরফের মত গলে যায় কেবল প্রশ্ন করতে থাকেন-

বাড়ি থেকে কখন বের হয়েছিস , বাবা মা কেমন আছে? বৃষ্টিতে ভিজে গেলি কিভাবে ? যেন ছেলের চেয়ে ভাইকে নিয়েই তার বেশি চিন্তা।

তড়িঘড়ি করে আপার প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ছোট মামা ভিজা ব্যাগটির দিকে মনযোগ দেন। মুখ গোমড়া করে ভিজা কাপড় গুলো একে একে ব্যাগ হতে বের করতে থাকেন। মামাকে দেখে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। রানা বুঝতে পারে না কাপড় ভিজে যাওয়াতে মামার এতো মনখারাপ হওয়ার কি আছে রোদে দিলেই তো

শুকিয়ে যাবে। কাপড়গুলো সরিয়ে ফেলার পর ব্যাগের একেবারে নিচে পলিথিনে মোড়ান কিছু একটা দেখা যায়। ছোট মামা ছো মেরে সেটাকে হাতে তুলে নেন। উপরের পলিথিনটি কলার খোসার মত খসিয়ে ফেলতেই ভিতর থেকে প্রায় শখানেক বই বের হয়ে আসে। ব্যাগের অন্য সবকিছু ভিজে গেলেও বইগুলো কিন্তু অক্ষতই আছে। বই গুলোকে অক্ষত দেকে মামা বলেন

আলহামদু লিল্লাহ ! মনে করছিলাম বৃষ্টির পানিতে বইগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিনা।

বইগুলো দেখে রানার চোখ কপালে উঠে যায়। খোশ কণ্ঠে বলে ওঠে

এই সব বই আমার জন্য!

ওর খুশি দেখে ছোটমামার খুব ভাল লাগে। দুহাত দিয়ে হাতড়িয়ে খুজে খুজে তিনটি বই বেছে নিয়ে বলেন।

এগুলো ছাড়া আর সব বই তোর জন্য।

এগুলো কার জন্য ? রানা এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন ওই তিনটি বইই তার বেশি প্রয়োজন।

-আপা, দুলাভাই আর মিতার জন্য।

ছোটমামা মিতার জন্য বই নিয়ে এসেছে শুনে রানা ভীষন অবাক হয়, হাসতে হাসতে বলে

-মিতা কি পড়তে পারে নাকি!

-পারে না , শিখবে। বলতে বলতে মিতার জন্য নিয়ে আসা বইটি রানার হাতে তুলে দেন ছোট মামা।

রানা দেখে বইটি অসম্ভব সুন্দর। ফুল, ফলের মাঝে মাঝে আরবী লেখা। মামা নিশ্চয় এবার মিতাকে আরবী পড়তে শেখাবে। রানা যখন ছোট ছিল তখন একবার মামা এমন একটি বই কিনে এনেছিলেন। সেবার মামা প্রায় দু'মাস ছিলেন। দু'মাসের মধ্যে রানাকে আরবী পড়তে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। রানা সেই থেকে প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়ে। একদিন না পড়লেই মা বকেন। বলেন,

না পড়লে ভুলে যাবি যে।

এবারও মামা অনেকদিন থাকবেন। রানার আনন্দ যেন তিনগুন হয়ে যায়।

বিকালেও রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল। মা পিঠা তৈরী করছিলেন আর মামা রানাকে গল্প শোনাচ্ছিলেন।

যখন পৃথিবীতে কোন মানুষ ছিলনা তখন আল্লাহ আদম ও হাওয়া নামে দু'জন মানুষ সৃষ্টি করলেন।

তাদের বললেন তোমরা জান্নাতে বাস কর। জান্নাত খুব সুখের জায়গা। সেখানে নদী আছে, গাছ আছে, গাড়ি বাড়ি সব আছে। আর কত রকম ফলমুল আছে। আদম আর হাওয়াকে আল্লাহ বললেন তোমরা সব ফল খাবে শুধু একটি ফল খেতে পারবে না। কিন্তু ইবলিস শয়তান তাদের সেই ফল খেতে বলল। তারা ইবলিসের ধোকায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। আল্লাহ তাদের জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। বললেন তোমরা দুনিয়াতে থাক। যদি তোমরা আমার আদেশ মত চল তবে তোমাদের আবার জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তোমরা ইবলিশ শয়তানের কথা শুনে আমার হুকুম অমান্য কর তাহলে তোমাদের জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। জাহান্নামের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের ৭০ গুন বেশি। যে জাহান্নামে যাবে তাকে গরম পানি খেতে দেওয়া হবে, সাপ বিচ্ছু আরও কত রকম পোকামাকড় তাকে কামড়াবে। তার খুব কষ্ট হবে।

কাহিনী শুনতে শুনতে সন্ধা হয়ে যায়। মাগরিবের আযান হয়। তখনও দু'এক ফোটা বৃষ্টি পড়ছিল। ছোট মামা রানাকে সাথে নিয়ে একটা ছাতি হাতে মসজিদে চলে যান। মসজিদ থেকে ফিরে আবার গল্প শুরু করেন। আজ আর স্কুলের পড়া করতে হবে না। মামা বলেন -

স্কুলে পড়ে কি লাভ! স্কুলে তো শুধু গল্প কবিতা পড়ান হয়। ওখানে কি কোরআন হাদীস শেখান হয়? রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাদার তেরেসার জীবনী এসব হিন্দু খৃষ্টানদের লেখা পড়ে মুসলিমদের কি দরকার?

অনেক রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরেই ছোটমামার সাথে সারা দুনিয়ার আলোচনা শুরু করলেন। রানা কিছুক্ষন বসে বসে তাদের আলোচনা শুনছিল। মামা যখন রানার সাথে কথা বলে তখন মামার কথা খুব মজা লাগে কিন্তু বাবার সাথে কথা বলার সময় মামার কথা একটুও বোঝা যায় না। বাবা ছোট মামাকে মওলানা সাহেব বলে ডাকেন। যে কেউ দেখলে মামাকে মওলানাই মনে করবে। তার মত লম্বা জামা রানার আব্বা আর ইমাম সাহেব ছাড়া এ গ্রামের কেউ পড়ে না। স্কুলের হেড স্যার অবশ্য পড়েন। তিনিও খুব ভাল লোক। রানাকে খুব ভালবাসেন। ক্লাসে আসলেই ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। রানা ছাড়া আর কেউ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ক্লাসের আর কেউ কি রানার মত ইসলামের বই পড়ে! তারা তো কেবল গোপাল

ভাড় আর ঠাকুরমারঝুলী পড়ে। এসব বই পড়া দেখলে হেড স্যার ভীষণ রেগে যান। একবার এক ছেলে ক্লাসের মধ্যে গোপাল ভাড়ের গল্প পড়ছিল পড়তে পড়তে হাসি চেপে রাখতে না পেরে হিস হিস করে হেসে ফেলে, স্যার তাকে গরুর মত পিটিয়েছিলেন তার বইটি ছিড়ে দশ টুকরো করে ফেলেছিলেন।

-বাবার সাথে কথা বলতে বলতে মামা বললেন।

আমি এবার মিতাকে আরবী পড়তে শেখাব আর রানাকে আরবী ব্যাকারন শেখাব। রানা আরবী পড়তে পারে কিন্তু আরবী ভাষা বোঝে না, আরবী ব্যাকারন শিখলে সে আরবী ভাষা বুঝতে পারবে। আল্লাহ কোরআনের ভিতর কি বলেছেন তা জানতে পারবে। আরবী বুঝলে রানা মওলানা হয়ে যাবে। মামার কথা শুনে রানার বাবা খুব খুশি হলেন। রানাকে ডেকে বললেন

তোমার মামা এবার অনেকদিন থাকবেন। তোমাকে আরবী ব্যাকারন শেখাবেন। তুমি কাল থেকে স্কুলে যাবে না। মামার কাছে মনযোগ দিয়ে আরবী ব্যাকারন শিখবে।

কিন্তু বাবা, স্কুল কামায় করতে হলে তো অবিভাবকের সাক্ষর সহ দরখাস্ত করতে হবে।

রানার কথা শুনে বাবা ছোটমামার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন-

তাহলে তুমিই একটা দরখস্ত লিখে ফেল আমি কাল সকালে সাক্ষর করে দেব।

রাতের খাবার খেয়ে মামা দরখাস্ত লিখতে বসলেন। প্রথমেই আরবীতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখলেন। তারপর লিখলেন-

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
পায়রাগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিষয়ঃ জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটির আবেদন।

জনাব,
যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুর্বক নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর একজন নিয়মিত ছাত্র। সম্প্রতি আমার ছোটমামা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। আমার বাবার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি তার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করি। এজন্য আমার পুরো একমাসের লম্বা ছুটির প্রয়োজন।

অতএব একমাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে আপনার মর্জি হয়।

ইতি
মোঃ রায়হানূল ইসলাম রানা
শ্রেনী ৬ষ্ঠ
রোল ঃ ৭২

সকালে বাবা দরখাস্তটিতে সাক্ষর করে দিলে রানা সেটি নিয়ে স্কুলে চলে যায়। ঘন্টা পড়ার বেশ কিছুক্ষন পর বাংলা স্যার ক্লাসে আসেন। হাতির মত বড় শরীরটি চেয়ারের উপর এলিয়ে দিয়ে কলুর বলদের মত ঝিমুতে থাকেন তিনি। এই স্যারের নাম কলীমুদ্দিন পরিচিত সবাই তাকে পচা বলে ডাকে। ছোটবেলায় তার নাকি সারা গায়ে পচড়া হয়েছিল সেই থেকেই গ্রামে তার নাম পড়ে যায় পচা। কলীম স্যার টেবিলে বসে কিছুক্ষন ঝিমিয়ে নিয়ে ছাত্রদের নাম ডাকা শুরু করলেন। তার চোখ দুটি টস টস করছে। নাম ডাকা শেষ হলেই টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। সবাই বলে তিনি নাকি সারা রাত টি,ভি দেখেন। রানা দরখাস্তটি পকেট থেকে বের করে তৈরী হয়ে নেয়। ওটি প্রথমে কলীম স্যারকেই দেখাতে হবে। স্যার ঘুমিয়ে গেলে ঘন্টা পড়ার আগে তার ঘুম না ভাঙার সম্ভবনাই বেশি। নাম ডাকা শেষ হলেই তড়ি ঘড়ি করে দরখাস্তটি টেবিলের উপর রেখে পাশে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে। স্যার কাগজটি তুলে নিতে নিতে বললেন

ছুটির দরখস্ত নাকি ?

জি স্যার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয় রানা।

স্যার গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকেন দরখাস্তটি। অন্য কোন দরখস্ত ই তিনি এতো মন দিয়ে পড়েন না কেবল চোখ বুলিয়ে নিয়েই সাক্ষর করে দেন। রানা লক্ষ করে স্যার যতই পড়ছেন ততই তার মুখের রং লাল হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় তিনি রেগে যাচ্ছেন। কলীম স্যার রেগে গেলে ভীষন মারেন। এ স্কূলে লাঠি দিয়ে মারা নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে হেড স্যারের কাছ থেকে লাঠি নেওয়া যায়। কলীম স্যার হাত দিয়ে মারেন। তার হাত প্রায় হাতুড়ির মত কাজ করে। রানা একটু সরে দাড়ায় এই সাত সকালে মোটা লোকটার হাতে মার খাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই তার। কিছুক্ষন পরই স্যার সিংহের মত গর্জে উঠলেন। হাতের কাগজটি ছিড়তে ছিড়তে বললেন

জ্ঞান অর্জনের জন্য স্কুল থেকে ছুটির আবেদন! তবে কি স্কুলে ঘাস কাটা শেখান হয় ? এই এদিকে আই ।

রানা কিন্তু স্যারের দিকে এগিয়ে যায় না। যেখানে ছিল সেখানেই দাড়িয়ে থাকে। তাকে ওভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে স্যার আরও বেশি রেগে যান। মিঠুকে বলেন হেড স্যারের কাছ থেকে লাঠি আনতে। রানার প্রান শুকনো পাতার মত শুকিয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে এ দরখাস্তে এমন কি আছে যাতে এতো রাগ হতে পারে। কোরআন হাদীসের জ্ঞানই তো প্রকৃত জ্ঞান স্কুলে কি সেসব শেখান হয়। স্কুলে তো কেবল গল্প কবিতা পড়ান হয় এসব কি জ্ঞান নাকি! এর মধ্যে মিঠু খালি হাতে ফিরে আসে। মুখ ভার করে স্যারের দিকে তাকিয়ে বলে।

হেড স্যার বললেন পচাকে আমার কাছে আসতে বল।

মিঠুর কথা শুনে রাগ আর অপমানে স্যার পাকা টমেটোর মত লাল হয়ে যান। হাতের ছেড়া কাগজগুলো ছুড়ে ফেলে গজগজ করতে করতে ক্লাস থেকে বের হযে পড়েন। স্যার ক্লাস থেকে বের হওয়া মাত্র ক্লাসের ছাত্ররা সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। মিঠুও বুঝতে পারে কি ভীষণ বোকামী হয়েছে। হেড স্যার কথাটি যেভাবে বলেছেন মিঠু কলীম স্যারকে সেভাবেই শুনিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য ভাল বলেই স্যার তাকে কিছুই বলেননি। এখনও পুরোপুরি বিপদ কাটেনি স্যার যে ফিরে এসেও তাকে দুচার কিল কষিয়ে দেবেন না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

রানা ছেড়া টুকরো গুলোর মধ্যে থেকে বিসমিল্লাহ লেখা কাগজগুলো বেছে নিয়ে পকেটে রাখে। কলীম স্যার এই দরখাস্তটি ছিড়ে ঠিক করেন নি এতে বিসমিল্লাহ লেখা ছিল। বিসমিল্লাহ আল্লাহর বানী। মামা বলেছেন কোথাও আরবী লেখা পড়ে থাকতে দেখলে তুলে নিবি তারপর চুলোর ভিতর পুড়িয়ে দিবি। আরবীতে আল্লাহর বানী লেখা হয়। যে আল্লাহর বানীকে সম্মান করবে আল্লাহ তাকে সম্মান করবেন আর যে আল্লাহর বানীকে অসম্মান করবে আল্লাহও তাকে অসম্মান করবেন। কলীম স্যারকেও আল্লাহ ভীষন অপমানিত করবেন।

কাগজের টুকরো গুলো উঠিয়ে নিয়ে পকেটে রাখতেই কলীম স্যার ক্লাসে প্রবেশ করেন তার ঠিক পিছনে রয়েছেন হেড স্যার। তার হাতে গাছের ডালের সমান মোটা একটি লাঠি। রানা ভাবে হেড স্যার আজ নিশ্চয় বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন।

কই দেখি কি লিখেছে বলতে বলতে চেয়ারে বসে পড়েন হেড স্যার। কলীম স্যার প্রায় সাথে সাথেই উবু হয়ে বসে কাগজের ছেড়া টুকরো গুলো তুলে নিয়ে টেবিলের উপর সাজাতে থাকেন। তার হাতের সবগুলো টুকরো ফুরিয়ে যাওয়ার পরও দরখস্তটি পুরো মিলাতে পারলেন না। উপরের দিকের দু'একটি টুকরো পাওয়া যাচ্ছে না। বাজখায় গলায় প্রশ্ন করলেন

এখান থেকে কেউ কাগজ নিয়েছিস ?

পিছনের বেঞ্চ থেকে মিঠু বলে

স্যার, রানা নিয়েছে, ওর পকেটেই আছে।

স্যার নিশাচর পাখির মত জ্বল জ্বলে চোখে তাকান রানার দিকে। রানা পকেট থেকে দুটি টুকরো বের করে দেয় স্যারের হাতে। স্যার সেগুলো নিয়ে টেবিলের উপর সাজানো দরখস্ত টির ফাকা স্থানে রাখতে রাখতে বললেন

কেমন বেয়াদব ছেলে দেখেছেন স্যার !

হেড স্যার কিছুই বলেন না কেবল মাথা উচু করে দেখার চেষ্টা করেন নতুন কাগজগুলোতে কি লেখা আছে। যখন দেখলেন সেখানে আরবীতে বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে সিংহের মত গর্জে উঠলেন

এই....... তুমি এ কি করেছ? তুমি বিসমিল্লাহ লেখা কাগজ ছিড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছ ! তোমার স্পর্ধা তো মন্দ নই। হাতের লাঠিটি নাড়িয়ে নাড়িয়ে এমনভাবে কথাটি বলতে থাকেন যেন যে কোন মুহুর্তে কলীম স্যারকে তিনি লাঠি পেটা করবেন। হেড স্যারের অগ্নিমুর্তি দেখে কলীম স্যারের প্রান বায়ু তরল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। প্রায় কাদো কাদো হয়ে বলেন-

আমি কি জানতাম ওখানে বিসমিল্লাহ লেখা আছে, আমি কি আরবী পড়তে পারি।

তার কথা শুনে আরও রেগে যান হেড স্যার।

তুমি যদি আরবী নাই পড়তে পার তবে রানাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলে না কেন?

কলীম স্যার আর কোন কথা খুজে পেলেন না কেবল বললেন-

দরখাস্তে কি লেখা আছে পড়েছেন ? জ্ঞান অর্জনের জন্য একমাসের ছুটির আবেদন। স্কুলে কি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় না!

কচু শেখান হয়। একবার বুঝে দেখ

যেখানে শিক্ষকরাই আরবীতে বিসমিল্লাহ পড়তে পারে না শেখানে কিই বা শেখান হতে পারে। যেসব শিক্ষকরা সলাত পড়ে না, কোরআন পড়েনা, মুখে দাড়ি রাখেনা তাদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করা আর বাওয়া ডিমে তাওয়া দেওয়া সমান কথা। হেড স্যার আরও কি কি যেন বললেন এমনিতেই তার বয়স অনেক আর রেগে গেলে তার কথা একেবারেই বোঝা যায় না। রানা অনেক চেষ্টা করে কেবল বুঝতে পারে হেড স্যার তার কথার মধ্যে কলীম স্যারকে কয়েক বার গাধা বলে গালি দিলেন। কলীম স্যার কিছুই বললেন না। তিনি হেড স্যারের কথা বুঝতে পেরেছেন কি না বোঝা গেল না। যখন ঘন্টা বেজে উঠল তখন তিনি চোখ ডলতে ডলতে ক্লাস রুম থেকে বের হয়ে গেলেন আজ আর তার ঘুমান হল না।

পরের ক্লাসে হেড স্যার এসে রানাকে বললেন

সামনে পরীক্ষা, এখন এক মাসের ছুটি দেওয়া যাবে না। তুমি বরং প্রতিদিন স্কুলে আসবে প্রথম আর দ্বিতীয় ক্লাস পর বাড়ি চলে যাবে। তোমার মামা তোমাকে যা কিছু শিক্ষা দেন ক্লাসের অন্যদের তা শেখাবে।

হেড স্যারের কথায় রানা সম্মত হয়। তার কথায় রাজী না হয়ে কোন উপায়ও নেই। সেদিনই ২য় ক্লাস পর সে হেটে বাড়ি চলে যায়। রানা মিতুলের সাথে স্কুলে আসে। মিতুলের সাইকেল আছে। ওর সাথে আসলে সাইকেলে আসা যায়। ছুটির পর গেলে মিতুলের সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফেরা যায়। কিন্তু এখন রানাকে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সময় হেটে যেতে হয়। মিতুল তো আর ২য় ক্লাস পর বাড়ি যায় না। রানার এতে মন খারাপ হয় না। আরবী শিখতে হলে এতটুকু কষ্ট করতে হয়।

২. বিড়াল

বাড়ি ফিরতেই মামা রানাকে ১০ টি আরবী শব্দের বাংলা মুখস্ত করতে বলেন। রানা সেগুলো পড়তে থাকে। শব্দগুলো প্রায় তখনি মুখস্ত হয়ে যায় তার। কেবল একটা শব্দ কিছুতেই মুখস্ত হচ্ছে না যত বারই পড়ছে কেবলই ভুলে যাচ্ছে। হির্‌রা মানে যে বিড়াল বার বার মনে রাখার চেষ্টা করেও মনে থাকছে না। মাগরিবের সলাতের পর মামার কাছে পড়া দিতে যেয়ে আবার ভুল হয়ে গেল। কেবল এটি ছাড়া আর সব পড়াই রানা হুবহু বলে দেয়। রানা মামাকে বলে সকাল থেকে এই শব্দটি মুখস্ত করার কত চেষ্টা সে করেছে।

মামা তার উপর রাগ করলেন না বললেন,

তোমাকে আমি একটা গল্প শোনায় তাহলে ওটিও মুখস্ত হয়ে যাবে।

এক গায়ে হারুন নামে এক ছেলে ছিল। তাকে সবাই হারু বলে ডাকত। তার একটা হির্‌রা মানে বিড়াল ছিল। হারুর সেই হিররা একদিন হারিয়ে গেল। হারু হয়রান হয়ে সেই হারানো হির্‌রা খুজতে খুজতে বনে চলে গেল। শেষে এক হরিনের গর্তে হির্‌রাটি পাওয়া গেল। হারানো হির্‌রা ফিরে পেয়ে হারু ভীষন খুশি হয়ে হির্‌রাটির গলায় একটা হার পরিয়ে দিল।

গল্পটি শেষ করে মামা রানার দিকে তাকিয়ে বললেন এবার বলত হির্‌রাহ মানে কি ?

মামা প্রশ্ন করার সাথে সাথেই রানা বলে উঠল হিররা মানে বিড়াল। মামা বললেন

এই তো হয়েছে।

তারপর মামা রানাকে আরও ১০ টি শব্দ মুখস্ত করতে দিলেন।

সেদিন স্কুলে যেয়ে এক মজার কান্ড ঘটল। প্রথম ক্লাসের ঘন্টা পড়তেই ইসলাম শিক্ষার স্যার ক্লাসে আসলেন। তড়িঘড়ি করে নাম ডেকে নিয়েই বললেন

আজ তোমাদের বাংলা স্যার স্কুলে আসেন নি। তিনি অসুস্থ। তার ক্লাস আজ আমিই নেব। তোমরা কি সবাই রাজী আছো?

সবাই সম্মাতি জানালে স্যার আলোচনা শুরু করলেন। বাংলা, অংক, ইংরাজী, প্রায় সব বিষয়েই তিনি কথা বললেন। কথা বলতে বলতে একসময় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই ইদুরের উপদ্রব ও তার প্রতিকারে বিড়ালের প্রসংসিত ভুমিকা সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন

কার কার বাড়িতে বিড়াল আছে হাত তোল।

চেয়ারম্যানের ছেলে মিঠু ছাড়া আর কেউ হাত তুলল না। মিঠুদের বিড়াল আছে। পুটু নামের একটা পোষা কুকুরও আছে। মিঠুকে রাগাতে হলে কিছু নই, শুধু পুটু বলে ডাকলেই হল, অমনি ব্যাঙের মত ফুলে যাবে। ওদের বিড়ালটিরও একটা নাম আছে। রানা জানে না। ও তো আর মিঠূদের বাড়িতে যাতায়াত করে না। যারা ওদের বাড়ি যায়, তারা জানে।

মিঠূদের বাড়িতে বিড়াল আছে শুনে স্যার খুব খুশি হলেন। ছাত্রদের বললেন কোথাও কোন বিড়ালের বাচ্চা

পেলে ধরে নিয়ে আসতে। স্যারের বাড়িতে নাকি প্রচন্ড ইদুরের আক্রমন। ফাদ পেতে, বিষ মাখা খাবার দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু ইদুরের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরদিনই হাবলু একই বয়সের প্রায় ৪/৫ টি বাচ্চা নিয়ে হাজির হল। হাবলুদের বিড়ালটির একসাথে ৬ টি বাচ্চা হয়েছিল। দুটি মারা গেছে। স্যার বাচ্চা নেবে শুনে হাবলুর মা সব গুলো বাচ্চা বাস্তায় ভরে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাচ্চাগুলো তাদের খুব জালিয়েছে। দিনরাত কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। স্যার ভাল করে দেখে মোটা সোটা একটা বাচ্চা বেছে নিলেন। বাকি বাচ্চাগুলোও কয়েকজন ছাত্র ভাগাভাগি করে নিল। তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন ইসলাম শিক্ষার স্যারের সাথে দেখা হয়নি রানার। তার ক্লাস টিফিনের পর আর রানা তো দ্বিতীয় ক্লাস পরই বাড়ি চলে যায়। তার সাথে দেখা হবে কিভাবে! হঠাৎ একদিন ইসলাম শিক্ষার স্যারকে আবার প্রথম ক্লাসে দেখা গেল। তার হাতের বাস্তার ভিতর থেকে মিউ মিউ ডাক শোনা যাচ্ছিল। কয়েকদিন আগে যে বিড়াল স্কুল থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে তিনি আবার ফিরিয়ে এনেছেন। ক্লাসে ঢুকেই বিভিন্ন ভাষায় বিড়ালটির তিরষ্কার করলেন কয়েকবার গলিও দিলেন। বিড়ালটি নাকি তাকে খুব ভুগিয়েছে। একটু বড় হওয়ার পর থেকেই ইদুর খাওয়ার বদলে ভাজা মাছ আর রান্না মাংস খেয়ে সাবার করতে থাকে। কাথা বালিশ আর ধান চালের ভিতর পায়খানা করে। স্যার বাস্তাটি একরকম টান দিয়ে ফেলতে ফেলতে বললেন

এই হাবলু এটা নিয়ে যা।

হাবলু তড়িঘড়ি করে বস্তাটি নিয়ে নিল। তাকে দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল বিড়ালটি ফেরত পেয়ে সে মোটেও খুশি হয়নি। ক্লাসের অন্য যাদের বিড়াল পোষার সখ ছিল তাদের সখও মিটে গেছে। এখন এই বিড়ালটি কেউ নেবে না। কি আর করা হাবলু হেড স্যারকে বলে বইপত্র আর বিড়ালের বাস্তাটি নিয়ে তখনই বাড়ি চলে গেল। রানা পরে শুনেছিল হাবলু বাস্তাসহ বিড়ালটি রাস্তার পাশে একটি ঝোপের মধ্যে ফেলে গিয়েছিল। স্কুলের ছাত্ররা ফেরার পথে বিড়ালের ডাক শুনে ঝোপের মধ্যে থেকে খুজে বের করে বিড়ালটি ছেড়ে দেয়। পরে বিড়ালটি স্যারের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল কিনা তা কেউ বলতে পারে না। তবে স্যারের মুখে আর কখনও বিড়ালের প্রসংসা শোনা যায় নি।

বিকালে মিতুলের সাথে এদিক সেদিক

ঘোরাঘুরি করতে করতে মাগরিবের আযান হয়ে যায়। রানা তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়। সলাত পড়তে রানার খুব ভাল লাগে। যখন মন খারাব হয় তখনই আল্লাহর কথা স্বরন হয় সলাত আর কোরআন পড়তে ইচ্ছা হয়। মিতুল কিন্তু এখনও সলাত পড়ে না। রানা তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে কিন্তু সে শোনে না। কেবল বলে বড় হলে পড়ব। রানা মনে মনে ভাবে একদিন তাকে ছোট মামার কাছে নিয়ে যাবে মামার কথা শুনেও যদি সে সলাত না পড়ে তবে তার সাথে আর খেলবে না। তার সাথে ঘুরা ঘুরিও করবে না।

মিতুলের মনও আজ ভাল নেই। দুপুরে খাওয়ার সময় মাছের মাথা কে খাবে তাই নিয়ে ছোট ভায়ের সাথে ভীষন বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। রেগে মেগে মিতুল তাকে বেদম পিটিয়েছে। বাবার কাছে নালিশ দিলে আজ নিশ্চিত বাড়ি ছাড়া হতে হবে। তার বাবা একটি বেসরকারী চাকুরী করেন। তিনি সন্ধার পরই বাড়ি ফিরে আসেন। এখন বাড়ি ফিরে যেতে মিতুলের মোটেও ইচ্ছা করছেনা। বাবা ঘুমিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়ি ফেরা মোটেও নিরাপদ নই। একা একা এদিক সেদিক ঘুর ঘুর করার চেয়ে রানার সাথে মসজিদে যাওয়াই ভাল এরকম মনে করে মিতুলও রানার সাথে সলাত পড়তে রওয়ানা হয়। ছোট মামাও মসজিদে ছিলেন। সলাতের পর দুজনকে নিয়ে মসজিদের এক কোনে বসে কোরআন হাদিসের বিভিন্ন কথা শোনাতে লাগলেন।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি এই আকাশ বাতাস সব কিছুর মালিক। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি দেন গরমের দিন বাতাস দেন। ফল ফুল খাবার পানি সব কিছুই তার সৃষ্টি তিনি সৃষ্টি না করলে আমরা কিছুই খেতে পারতাম না। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা তার হুকুম মেনে চলি। তার কথামত চললে তিনি আমাদের জান্নাতে দেবেন। জান্নাত খুবই সুখের জায়গা। সেখানে কত রকমের খাবার আর ফল মুল আছে, পাখা ওয়ালা ঘোড়া আছে। লম্বা লম্বা বাড়ি আছে। যে জান্নাতে যাবে সে সুখে থাকবে। আল্লাহ বলেছেন সলাত পড়তে, কোরআন পড়তে এছাড়া আরও অনেক কিছু করতে বলেছেন। যে আল্লাহর সব হুকুম মেনে চলবে আল্লাহ তার ওপর খুশি হবেন। তাকে তিনি জান্নাতে সুখে রাখবেন। আর যে সলাত পড়বে না কোরআন পড়বে না আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে না তাকে তিনি জাহান্নামে দেবেন জাহান্নাম ভীষন খারাপ জায়গা। সেখানে

কেবলই আগুন। সেই আগুনে সারা শরীর পুড়ে যাবে সাপ বিচ্ছুতে কামড়াবে। সেখানে শুধু তিতো আর লম্বা লম্বা কাটা ওয়ালা ফল খেতে দেওয়া হবে। সেই ফলের নাম জাক্কুম। সেখানে পুজ,রক্ত আর নোংরা জিনিস খাওয়ান হবে। যে জাহান্নামে যাবে তার ভীষন কষ্ট হবে। জাহান্নাম থেকে বাচতে হলে দুনিয়াতে কষ্ট করে চলতে হবে।

রানার মামার কথা মিতুলের খুব ভাল লাগে। এমন কথা কেউ বলে না। সকলে কেবলই দুনিয়ার কথা বলে, পড়াশুনা আর চাকুরীর কথা বলে। মুত্যুর পর আখিরাতে কি হবে সেসব কথা কেউ বলে না। রানার ছোটমামার কথা শুনে মিতুলের মনে হয় পড়াশুনা করার চেয়ে সলাত আর কোরআন পড়া বেশি দরকার। চাকুরী না হয় না হক কিন্তু জাহান্নামে যাতে যেতে না হয় সে কাজ করতে হবে। সে মনে মনে বলে আমি আর কখনও সলাত ত্যাগ করব না। সত্যি সত্যিই মিতুল সেদিন থেকে সলাত পড়ে। সান্টু মামা রানাকে যেসব আরবী শেখায় সেগুলো মুখস্ত করে। মামা যখন মিতাকে আরবী অক্ষর শেখায় তখন মিতুলও শেখে। সে আরবী পড়তে পারেনা। তার বাবা মা তাকে কেবল ইংরাজী শিখতে বলে। ছোট মামা তাকে বুঝিয়ে বলেন

আরবী শিখলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, জান্নাত পাওয়া যায়। প্রতিটি অক্ষরে সওয়াব হয়। আর ইংরাজী শিখলে সওয়াব হয় না। ইংরাজী শিখলে চাকরী পাওয়া যায়। চাকুরীর চেয়ে জান্নাত বড়।

মিতুল এখন প্রায় সারাদিনই রানাদের বাড়িতে থাকে। ২য় ক্লাস পর রানার সাথে বাড়ি চলে আসে। রানা এখন মিতুলের সাইকেলে আসতে পারে। তার খুব সুবিধা হয়েছে। তারপর দুপুরের খাওয়ার সময় ছাড়া আর বাড়ি যায়না। মাঝে মাঝে রানাদের বাড়িতেই দুপুরের খাবার খায়। রানার মা খুব ভাল। তিনি পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যাবহার করেন। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি এসে দেখা গেল ছোটমামা বাড়িতে নেই। বেশ কিছুক্ষণ আগে তিনি বাজারে গেছেন। মামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুজনে বিভিন্ন রকম আলোচন করে। হঠাৎ মিতূল সুরেলা কণ্ঠে গান ধরে। রানা তাকে থামিয়ে বলে

গান গাওয়া শুনলে মামা কিন্তু ভীষণ রেগে যাবে। পারলে একটা গজল গা দেখি।

মিতূল সত্যি সত্যিই একটা গজল শুরু

করে

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর
না জানি প্রভু তুমি কত সুন্দর, কত...
সুন্দর

মিতুল একমনে গজল গাইতে থাকে আর রানা তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। মিতূলের গাওয়ার গলা খুবই সুন্দর কোথাও একটু বসলেই কেবল গান গায়। স্কূলে এসেম্বিলিতে প্রায় প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গিত গাওয়ার জন্য স্যার মিতুলকে ডাকে। গজলটি গাওয়া শেষ করেই মিতুল জাতীয় সঙ্গিত গাওয়া শুরু করে। আর ঠিক সে সময় ছোটমামা বাজার থেকে ফিরে আসেন। মামার গলার আওয়াজ শুনেই সবাই চুপ হয়ে যায়। মায়ের হাতে বাজারের ব্যাগ তুলে দিয়েই মামা সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। চেয়ারে বসতে বসতে বলেন

খুব সুন্দর কণ্ঠে গান গাচ্ছিল কে ?

মিতুলের দিকে ইশারা করে রানা বলে

ও জাতীয় সঙ্গিত গাচ্ছিল।

মনে হল জাতীয় সঙ্গিতের কথা শুনে মামা বেজার হলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন

জাতীয় সঙ্গিত মানে আমার সোনার বাংলা তো ?

রানা হ্যা সুচক মাথা নাড়ে। মামা বলেন

-ওটা গাওয়া যাবে না। ওতে ভুল লেখা আছে।

মিতুল খুব অবাক হয়ে বলে

-ওতে কি ভুল আছে মামা?

মামা ওর কথার উত্তর না দিয়ে বলেন

-তুই আর একবার গা দেখি।

মিতুল শুরু করে

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়
ভালবাসি
চিরোদিন তোমার আকাশ তোমার
বাতাস ...

এতদুর বলতেই মামা মিতুলকে থামিয়ে বলেন এদেশকে ভালবাসা যাবে না কারন এখানে ইসলামী আইন চলেনা। কোরআন হাদীস দিয়ে বিচার হয় না। এখানে মানুষের তৈরী আইন দিয়ে বিচার হয়। আল্লাহ বলেছেন চোরের হাত কেটে দিতে এখানে তা করা হয় না এদেশে চোরকে জেল দেওয়া হয়। আমরা মুসলিম, সারা পৃথিবী আমাদের জন্মভুমি। যে দেশে আল্লাহর আইন চলে না সে দেশকে আমরা ভালবাসি না আর যে দেশে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয়, কোরআন হাদীস মেনে চলা হয় সে

দেশকে আমরা ভালবাসি। সে দেশ দুরে হক আর কাছে হক, ছোট হক আর বড় হক। আর এই যে তুই বললি চিরোদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস .. এই আকাশ বাতাস তো আল্লাহর, বাংলাদেশের হতে যাবে কেন ? এমন কথা বলা তো খুব বড় পাপ। আরও শোন্ এই জাতীয় সঙ্গিত কে লিখেছে জানিস ?

মিতুল মাথা নাড়ে। সে জানে না। মামা রানার দিকে তাকান রানা বলে

রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মামা এবার মিতুলের দিকে তাকিয়ে বলেন।

রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু ছিল না মুসলিম ছিল?

মিতূল এবার সঠিক উত্তরই দেয়।

- রবিন্দ্রনাথ হিন্দু ছিল সেতো সবাই জানে।

মামা বলেন একজন হিন্দুর লেখা গান মুসলিমদের জাতীয় সঙ্গিত হয় কিভাবে? যারা এটাকে জাতীয় সঙ্গিত বলবে তারাও হিন্দু হয়ে যাবে।

হিন্দু হয়ে যাওয়ার কথা শুনে মিতুলের খুব ঘৃনা হয়। মিতুল জানে হিন্দুরা জাহান্নামী। জাহান্নামীরা তিতো আর নোংরা খাবার খাবে। রবিন্দ্রনাথ একজন হিন্দু। সেও একজন জাহান্নামী। তার লেখা গান প্রতিদিন সকালে এসিম্বিলির সময় সুর করে গাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। স্কুলের স্যাররা একেবারে গাধা। তারা ইসলামের কিছুই বোঝে না।

মামা বলেন কাল থেকে তোরা এসিম্বিলি করবি না।

রানা বলে

স্যার যদি কিছু বলে তবে কি বলব ?

মামা কিছুক্ষন নিরব থেকে কাগজে প্রায় দশ লাইনের একটা কথা লিখে দিয়ে বললেন এটা মুখস্ত করে নে। স্যার প্রশ্ন করলেই এক নিশ্বাসে রচনার মত মুখস্ত বলে দিবি।

পরদিন রানা আর মিতুল দেরি করে স্কুলে যায় যাতে এসিম্বিলিতে যোগ দিতে না হয়। রানা সারা বছর এসিম্বিলি না করলেও সমস্য নেই কিন্তু মিতুল একদিন এসিম্বিলি ফাকি দিলেই স্যার টের পেয়ে যাবে। ও প্রতিদিন জাতীয় সঙ্গিত গায় তো, তাই। সত্যি সত্যিই তাই হল দুএকদিন পরই একদিন হেড স্যার ক্লাসে এসে মিতুলকে দাড় করালেন।

-এই তোকে কয়েকদিন ধরে এসিম্বিলিতে দেখছিনা কেন ?

মিতুল কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। মামার লিখে দেওয়া রচনাটা তার ভাল মুখস্ত হয় নি। সে কেবল রানার দিকে তাকাতে থাকে। হেড স্যার লাঠি উচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসলেন। হেড স্যার এমনিতে খুব ভাল মানুষ কিন্তু যখন মারেন হাড় আর চামড়া আলাদা করে ফেলেন। মিতুল চোখ কান বুজে কেবল আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কয়েকদিন আগে সান্টুমামা নবী ইউনুছ (আঃ) এর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

লা ইলাহা ইল্লা আনতা
সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমীন

ইউনুছ (আঃ) কে যখন মাছে খেয়ে ফেলে তখন তিনি আল্লাহর নিকট এই দোয়া করেছিলেন। এই জন্য এই দোয়াটিকে দোয়ায়ে ইউনুছ বলা হয়। যে কোন বিপদে এই দোয়াটি পড়লে আল্লাহ সাহায্য করেন। হেড স্যার এখন বাঘের মত তেড়ে আসছে এরচে বড় বিপদ আর কি আছে! মিতুল চোখ বুজে মৃদু স্বরে কেবলই দোয়াটি পড়তে থাকে। মিতুলের কাছাকাছি আসলে হেড স্যারও দোয়াটি শুনে ফেলেন। তার খুব মায়া হয়। তিনি খুবই ভাল মানুষ। পাচ ওয়াক্ত সলাত পড়েন। মুখে লম্বা দাড়ি রাখেন। সান্টু মামার মত লম্বা জামা পরেন। তিনি আল্লাহকে দারুন ভয় করেন। মিতুলকে দোয়া ইউনুছ পড়তে শুনে তাই তার মন গলে যায়। হাতের লাঠিটি নামিয়ে ফেলে মিতুলের মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। মিুতুল তখনও চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলে যখন দেখল হেড স্যার তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে তখন একটুও অবাক হল না। যে দোয়া পড়ে নবী ইউনুছ (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছেন সেই দোয়া পড়লে এমন হতেই পারে। এতে অবাক হওয়ার কি আছে ! মাথায় হাত বুলাতে বুলাতেই হেড স্যার খুব নরম গলায় বললেন

কদিন থেকে এসিম্বিলিতে থাকছিস না কেন ?

মিতুলের এবার সাহস হয়। হেড স্যারের দিকে না তাকিয়েই বলে

স্যার, আমার সোনার বাংলা গাওয়া যাবে না। ওটা গেলে পাপ হবে।

কেন ? মিতুলের কথা শুনে হেড স্যার ভীষন অবাক হন।

মিতুল কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে রানা দাড়িয়ে বলে

স্যার আমরা মুসলিম। আমরা বাংলাদেশকে ভালবাসিনা। কারন এখানে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয়না। এই আকাশ, বাতাস, মাটি,

পানি সব কিছুই আল্লাহর দান। যে দেশে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয় সে দেশ আমাদের দেশ, আমরা সে দেশকে ভালবাসব আর যে দেশে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয়না সে দেশ আমাদের নই সে দেশ ফিরআউনের দেশ। আমরা সে দেশকে ঘৃনা করি। সে দেশ থেকে হিজরত করা ফরজ। মুসা (আঃ) এর জন্মভুমি ছিল মিসর সেখানে ফিরআউন নিজের আইন দিয়ে বিচার করত। আল্লাহর আইন মানত না। তাই তিনি মুসলিমদের নিয়ে মিশর থেকে হিজরত করেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার জন্মভুমী মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করেছেন। এদেশে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয়না এটাও ফিরআউনের দেশ।

এতদুর বলে রানা মনে করার চেষ্টা করে মামা যা লিখে দিয়েছিলেন কিছু বাদ গেছে কিনা। বাদ যাওয়ার কথা নই। গত দু-তিন দিন ধরে সে কেবল ওটিই মুখস্ত করেছে। রানার মনে হয় একটা ভুল হয়ে গেছে। মামা যে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু বলেছিল সে কথাটা বলা হয়নি। এটার জন্য রানার খুব আফসোস হয়। বড় বড় ইংরাজী রচনা মুখস্ত করতেই রানার এক দুদিন সময় লাগে। মামার লিখে দেওয়া এই বাংলা রচনাটা তো তার ভুলে যাওয়ার কথা নই। কেন যে কথাটি ভুলে গেল। পরে রানা খাতা খুলে মিলিয়ে দেখেছিল। মামা যা যা লিখে দিয়েছিলেন তার একটুও বাদ যায় নি। মামা তার লেখার মধ্যে রবিন্দ্রনাথের কথা বলেন নি। তিনি সেদিন মিতুলকে বোঝানোর সময় রবিন্দ্রনাথের কথা বলেছেন। রানা তখন খুব খুশি হয়েছিল।

রানার মুখ থেকে রচনাটা শোনার পর হেড স্যার কিছুক্ষন চুপ থাকেন। আস্তে আস্তে হেটে টেবিলে যেয়ে বসেন। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন

তোকে এসব কে শিখিয়েছে রে ?

-আমার ছোটমামা।

-সত্যিই তোর ছোটমামা খুব জ্ঞানী ব্যাক্তি। তাকে একদিন স্কুলে নিয়ে আসতে পারবি ?

রানার মনে হয় মামা স্কুলে আসবে না। তিনি স্কুলকে খুব ঘৃনা করেন। বার বার বলেন

স্কুল কলেজে যা শেখান হয় তাতে মুসলমান হিন্দু খৃষ্টান হয়ে যায়। মাদ্রাসা গুলোর অবস্থাও খারাপ। সেখানে কোরআন হাদীস শেখান হয় বটে কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা

দেওয়া হয় না।

রানাকে নিরব দেখে হেড স্যার বলেন

আজ বাড়ি যাওয়ার আগে আমার সাথে অফিসে দেখা করবি। কথাটি বলেই ঘন্টা পড়ার আগেই তিনি ক্লাস থেকে বের হয়ে যান।

ঘন্টা পড়লে রানা গেল হেড স্যারের সাথে দেখা করতে। স্যার তাকে দেখেই ছোট একটা কাগজ দিয়ে বললেন

এটা তোর মামাকে দিবি। বলবি হেড স্যার দিয়েছেন।

কাগজটিতে লেখা ছিল

শ্রদ্ধেয় মামাজান,

সালাম নিবেন। আশা করি ভাল আছেন। আমি আপনার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আগামী বৃহস্পতি বার আমার বিদ্যালয়ে পদধুলি দিলে আমি যার পর নায় খুশি হব। আশা করি আমার অনুরোধ রাখবেন।

ইতি
সিরাজ মল্লিক
প্রধান শিক্ষক
পায়রাগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছোট মামা পত্রটি পড়ে বেজায় খুশি হলেন। মামাকে খুশি দেখে রানা বলে

মামা, যাবেন তো ?

মামা মাথা নাড়েন। তিনি যাবেন। এভাবে পত্রযোগে ডেকে পাঠালে না যেয়ে পারা যায়!

বৃহস্পতি বার রানারা আগেই স্কুলে চলে যায়। সান্টুমামা পরে আসবেন। তার বেশ কিছু কাজ রয়েছে, সেগুলো সেরেই তিনি চলে আসবেন। মামা যখন স্কূলে পৌছাল হেড স্যার তখন রানাদের ক্লাসেই ছিলেন। তাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। তিনি কেবলই বলছিলেন

তোমার মামা এখনও আসলেন না যে, ব্যাপার কি ?

হঠাৎ বাবুভাই এসে ক্লাস রুমের দরজায় দাড়াল। সে এই স্কুলের দপ্তরি। তার নাম বাবু। স্কুলের সব ছাত্র তাকে বাবুভাই বলে ডাকে। বিভিন্ন নোটিশ পড়া, স্যারদের চা,বিস্কুট এনে দেওয়া তার কাজ। তার অভ্যাস হল তিনি খুব কম কথা বলেন। তার কথা বলা দেখে মনে হয় প্রতিটি কথা পেট থেকে বের করতে তার শত টাকা খরচা হয়। হেড স্যারের সামনে তো মুখে লাগাম দিয়ে থাকে। অতি প্রয়োজনে যদি কিছু বলতে হয় তবে স্যারের সামনে এসে দাড়িয়ে থাকে স্যার অনুমতি দিলে দু

একটি কথা বলে আবার চুপ হয়ে যায়। এই বদ অভ্যাসের জন্য স্যার যে তাকে কত বকেছেন!

বাবু মুখটা কাচুমাচু করে অনেক্ষন দরজায় দাড়িয়ে থাকল। হেড স্যার মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিলেন। তিনি বাবুকে খেয়াল করেন নি। বাবুকে দেখার পর থেকে রানার মনে হচ্ছে ছোট মামা এসেছেন, বাবুভাই নিশ্চয় সে খবরই নিয়ে এসেছেন। হেড স্যার মাথা তুলে বাবুকে দেখে যেন ভুত দেখার মত অবাক হলেন। বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া তো বাবুর আসার কথা নই। একদৃষ্টিতে বাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন

তু...ই কখন আসলি ?

অনেক্ষন স্যার। আপনি ঘুমাচ্ছিলেন তো তাই আপনাকে ডাকিনি। খুব জোর করে পেট থেকে কথাগুলো বের করে বাবু আবার নিরব হয়ে যায়।

হেড স্যার তার উপর ভীষণ ক্ষেপে যান। চেচিয়ে চেচিয়ে বলেন

আমি ক্লাসে এসে ঘুমাই, না? তুই দেখছি আমার চাকরীর বারোটা বাজিয়ে দিবি। কি জন্য এসেছিস তাই বল।

স্যার, সান্টু নামের একজন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।

সান্টু মামার কথা শুনে স্যার চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। উদ্বেগের সাথে বলেন

তিনি কখন এসেছেন? তুই নিশ্চয় তাকে অনেক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস। তোরা পিঠের চামড়া আজ আমি খসিয়ে দেব। বুঝলি ?

হেড স্যারের তর্জন গর্জন শুনে বাবু ভায়ের কালো মুখখানা লাল হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলেন

না স্যার আমি উনাকে বসিয়ে রাখিনি। উনাকে বারান্দায় দাড় করিয়ে রেখেই আপনাকে ডাকতে চলে এসেছি।

বাবুভাই সান্টুমামাকে দাড় করিয়ে রেখেছে শুনে স্যার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। লাঠি হাতে ক্লাস রুম থেকে এমন ভাবে তেড়ে বের হলেন যে বাবু ছাড়া অন্য কেউ হলে নিশ্চয় পালিয়ে প্রান রক্ষা করত। কিন্তু বাবু সস্থানে স্থীর দাড়িয়ে রইল। সে এই স্কুলে প্রায় ৮ বছর ধরে কর্মরত। সে ভাল করেই জানে হেড স্যার মানুষটা খুবই চমৎকার। কেবল একটু তর্জন গর্জন করেন এই যা। যে কারও যে কোন অসুবিধাতে তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সাহায্য করবেন। অর্থ লাগলে অর্থ দেবেন, যদি রাতদিন তার সেবা

করতে হয় তাও তিনি করবেন। তার মত সহৃদয় মানুষ দুটি মেলা ভার। তাকে যারা চেনে না তার তাকে কঠিন মানুষ মনে করে কিন্তু তার সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা কখনও তার দুর্নাম করতে পারবে না। পরিচিত সবাই তাকে খুব সম্মান করে যদি তিনি রাতকে দিন বলেন তবু কেউ তার কথার প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। তার অনেক বয়স। বহুদিন ধরে তিনি এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। এখন এলাকায় জীবিত এমন কোন লোক নেই যে তার কাছে পড়েনি। সবাই তাকে স্যার বলে ডাকে।

হেড স্যার ক্লাস রুম থেকে দ্রুত অফিসের দিকে রওয়ানা হলেন আর বাবুভাই অপরাধীর মত তার পিছু নিল। ক্লাসের ছাত্রদের কেউ কেউ উৎসাহ চেপে রাখতে না পেরে উকি ঝুকি মেরে দেখতে লাগল কে এসেছেন। সবাই ফিস ফিস করে বলছিল

অফিসার এসেছে, অফিসার এসেছে।

হেড স্যার সান্টু মামাকে খুব সমাদর করে চেয়ারে বসালেন। মামাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। যেন যেমন চেয়েছিলেন তেমনই পেয়েছেন। মামা অফিসে ঢুকেই রানা আর মিতুলের খোজ করলেন। বাবু যেয়ে তাদের ডেকে আনল। অফিসে অন্যান্য কয়েকজন স্যারও ছিল। ইসলাম শিক্ষার স্যার তখন ৮ম শ্রেনীতে ক্লাস নিচ্ছিলেন। ঘন্টা পড়লে তিনিও আসলেন। মামাকে দেখে হেড স্যার যেমন খুশি হয়েছেন অন্যান্য স্যারদের তেমন মনে হল না। ইসলাম শিক্ষার স্যার তো চোখ গোল্লা গোল্লা করে তাকাচ্ছিলেন মামার দিকে। হেড স্যার শুরু করলেন

আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু জ্ঞানের কথা শুনতে চাই।

মামা বেশ কিছুক্ষন নিরব থাকলেন যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না এসব বয়স্ক লোকদের তিনি কি শোনাবেন। কিছুক্ষন চুপ থেকে মামা বলতে আরাম্ভ করলেন

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতি যেমন শিক্ষায় শিক্ষিত সে জাতির দ্বারা তেমন কাজই আশা করা যেতে পারে। যে জাতি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত সে জাতি ইসলামী আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মেনে নেবে না। ফলে সে দেশে ইসলামী আইন চলবে। আর যে জাতি অনিসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত সে দেশে মানুষের তৈরী আইন চলবে। এ দেশের শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা নই বলেই এখানে ইসলামী আইন চলে না। এখানকার স্কূল কলেজে ভুল

শেখান হয়। মাদ্রাসাতেও সঠিক ইসলাম শেখান হয় না। স্কুল, কলেজ , মাদ্রাসা সরকারের হুকুমে চলে। সরকার যেহেতু ইসলাম অনুযায়ী চলে না তাই এদেশের স্কূল কলেজ বা মাদ্রাসাতেও ইসলামে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না। এসব স্কূল কলেজে ছেলে মেয়েদের ভর্তি না করাই উচিৎ।

মামা এতদুর কথা বলতেই ইসলাম শিক্ষার স্যার বলে উঠলেন

আল্লাহর রসুল (সঃ) যে বলেছেন প্রতিটি মুসলিম নর নারীর উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ।

মামা একটু হেসে নিয়ে বললেন

জ্ঞান বলতে এখানে কোরআন হাদীসকে বোঝান হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম নর নারীর উপর কোরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন ফরজ। কিভাবে সলাত পড়তে হয়, কিভাবে সওম পালন করতে হয় এসব জ্ঞান অর্জন না করলে পাপ হয়। কিন্তু স্কুলে কি এসব শিক্ষা দেওয়া হয়! স্কুলে তো হিন্দু খৃষ্টান কবি আর লেখকদের লেখা গল্প কবিতা পড়ানো হয়। আপনি কি মনে করেন মুসলিমদের ওপর আল্লাহ রবিন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্ত করা ফরজ করেছেন ?

ইসলাম শিক্ষার স্যার চুপ থাকেন। মনে হয় তিনি ছোট মামার কথা বুঝতে পেরেছেন। মামার কথাই হেড স্যার খুব খুশি হন। অন্য সবার দিকে তাকাতে তাকাতে বলেন।

দেখেছেন তো জ্ঞান কাকে বলে!

মামা আবার শুরু করেন।

স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বাড়ি গাড়ি আর চাকুরীর লোভ দেখানো হয় জান্নাত জাহান্নামের কথা বলা হয় না। ইসলামের প্রতি ভালবাসা শেখানো হয় না কেবল দেশের প্রতি ভালবাসা শেখানো হয়।

ইসলাম শিক্ষার স্যার যেন আর একটি সুযোগ পেলেন। উদাসিনভাবে বললেন।

আল্লহর রসুল (সঃ) বলেছেন

হুব্বুল ওয়াতনি মিনাল ইমান

অর্থাৎ দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ।

মামা আবার হাসলেন। স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন।

মওলানা সাহেব, এ হাদীস তো জাল। এর কোন ভিত্তি নেই। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা এ হাদীস আল্লাহর রসুল (সঃ) এর নামে চালিয়েছে। এরকম আর একটা জাল হাদীসে আছে

হুব্বুল হিররা মিনাল ইমান

অর্থাৎ বিড়ালকে ভালবাসা ইমানের অঙ্গ। আপনি কি মনে করেন বিড়ালকে ভালবাসা ইমানের অঙ্গ হওয়া উচিৎ?

ইসলাম শিক্ষার স্যার খুব দ্রুত মাথা নাড়েন। বিড়ালকে ভালবাসার কোন ইচ্ছাই তার নেই। মাত্র দিন কয়েক আগে এক পাজী বিড়াল যে কারসাজী দেখিয়েছে তাতে তিনি বিড়াল জাতির উপর যারপর নাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

মামা বলতে থাকেন

এ হাদীসটিও আগেরটির মত জাল হাদীস। মিথ্যা হাদীসকে জাল হাদীস বলে। আরবীতে বলে মওযু হাদীস। মওযু হাদীস মানা যাবে না সহীহ হাদীস মানতে হবে।

মামার কথার মাঝে হেড স্যার বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন

মওলানা সাহেব, ১২ বছর ধরে মাদ্রাসাতে পড়ে আপনার আর কি লাভ হল , এখন দেখি আপনি জাল হাদীস কাকে বলে তাও জানেন না।

মওলানা স্যার মুখ কাচু মাচু করে বললেন

দেশে এতো আলেম রয়েছেন তারা কি কিছুই জানেন না ?

জানেন বটে কিন্তু ভয়ে মুখ খোলেন না। কারন তাদের চাকুরী যাওয়ার ভয় আছে। যে সব আলেমরা মসজিদে ইমামতি করে , মাঠে ময়দানে আর রেড়িও টেলিভিশনে ওয়াজ করে বেড়ায় তাদের বেশির ভাগই ভুল কথা বলে। তারা ইমামতি আর ওয়াজ নসিহত করে টাকা কামায় করে। টাকার লোভে তারা ভুল বকে। টাকা কামায় করা আলেমদের ওয়াজ শোনাও পাপ।

মামার কথা শেষ হতেই হেড স্যার বলেন

ঠিকই বলেছে, খুব চমৎকার বলেছে। এসব আলেমরাই ইসলামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে চলেছে। এদের কোরবানীর পশুর মত জবাই করা উচিৎ।

মওলানা স্যারের মুখ কালো হয়ে গেল। তাকে কোরবানীর গরুর মতই দেখাচ্ছিল। শরীরের দিক থেকে কলীম স্যারের চেয়ে কম হলেও ভুড়ির দিক থেকে তিনিই সেরা। বেশিরভাগ মওলানারাই নানা লোকের বাড়ি নানা রকম খাবার খেয়ে গরুর মত ভুড়ি বানিয়ে ফেলেন। সেই ভুড়ির ভিতর কত যে মিথ্যা কথা আর জাল হাদীস থাকে তা গুনে শেষ করা যাবে না।

এতদুর আলোচনা হতেই বাবুভাই প্যাকেট ভর্তি খাবার কিনে আনলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে আরও কিছুক্ষন আলোচনা হল। তারপর রানা আর মিতুলকে সাথে নিয়ে মামা বাড়ি চলে আসেন। হেড স্যার মামাকে আবার আসতে বারবার অনুরোধ করলেন।

৩ . জীন

শুক্রবার দিন সকাল থেকেই ছোট মামা বাড়ির বিভিন্ন কাজে ভীষন ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। রানাদের বাড়ির পুর্ব দিকে যে বেড় ছিল তার মধ্যে রাজ্যের সব গাছ পালা ভর্তি হয়ে ছিল। আম কাঠাল লিচু থেকে শুরু করে কুল গাছ পর্যন্ত ৭/৮ টি প্রজাতির প্রায় অর্ধশত গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এক সাথে লুটো পুটি করছিল। ছোট মামার দায়িত্ব ছিল গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলো ছেটে দেওয়া যাতে প্রতিটি গাছ স্বাধিনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। সেদিন তার খুব খাটুনি হয়ে গিয়েছিল। কাজে কর্মে তিনি খুবই দক্ষ। ফজরের সালাতের পর থেকে শুরু করে সকালের খাবার খাওয়ার আগেই বেশিরভাগ কাজ সেরে ফেললেন। ইচ্ছা ছিল কাজ শেষ না করে সকালের খাবার খাবেন না কিন্তু বেশিক্ষন ক্ষুধা চেপে রাখতে না পেরে কর্মবিরতি দিতে বাধ্য হলেন। খাওয়া দাওয়া দ্রুত সেরে নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন কাজ শেষ হলে মা বললেন

নারকেল গাছে উঠতে পারিস?

মামা কিছু না বলে হুড় হুড় করে নারকেল গাছে উঠে পড়লেন। রানাদের নারকেল গাছ প্রায় ৩/৪ তলা বাড়ির সমান উচু। ছোট মামাকে অত দ্রুত উঠতে দেখে রানার গা শিউরে ওঠে। মামা কিন্তু ঠিকই উপরে উঠে গেল। ঝপ ঝপ করে কয়েকটি ডাব নিচে ফেলে নেমে আসবেন এমন সময় ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে নেমে এলেন। নিচে নেমেও মামা চিন্তিত মনে কি যেন ভাবছিলেন। দুপুরে খেতে খেতে মামা মাকে বললেন

নারকেল গাছ থেকে পশ্চিম দিকে বেশ দুরে একটা পুরোন বাড়ি দেখতে পেলাম ওটা কি বলতে পারো?

মা বললেন শুনেছি ওটা আগে জমিদার বাড়ি ছিল। আমি বিয়ের পর থেকেই ওরকমই দেখে আসছি। কখনও ওখানে কাউকে বাস করতে দেখিনি।

জমিদার বাড়ির কথা শুনে মামার আগ্রহ যেন দ্বীগুন বেড়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ভুলে আপার সাথে ঐ নিয়েই আলোচনা করতে থাকলেন। কথা

বলতে বলতে বললেন

আমি আর রানা আজই ওটা দেখতে যাব।

না না তার দরকার নেই। শুনেছি ওখানে নাকি জীন থাকে। দিন রাত কোন সময়ই ওখানে কেউ যায় না। ওখানে গেলেই নাকি কি সব ভুতুড়ে কান্ড দেখা যায়। বহু দিন থেকে ও বাড়িতে মানুষ বাস করে না তো তাই। গভীর উদ্বেগ নিয়ে ছোট ভাইকে নিষেধ করেন রানার মা।

মামা কিন্তু নাছোড়বান্দা। চোর ডাকাত, জিন পরী কোন কিছুতেই তার ভয় নেই। বেশ কিছক্ষন তর্ক বিতর্ক করে আপাকে রাজী করালেন তবে শর্ত হল সন্ধার আগে ফিরে আসতে হবে। মামা সে শর্তে রাজী হলেন। কিন্তু সন্ধার আগে ফিরতে হলে এখুনই রওয়ানা হওয়া চায়। খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েই লম্বা জামা আর টুপি পরে রানাকে নিয়ে মামা জমিদার বাড়ি দেখার জন্য রওয়ানা হলেন। জমিদার বাড়িটা বেশ দুরে। বেশিরভাগ রাস্তাই ক্ষেত খামার আর পরিত্যাক্ত জমির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সকালের দিকে আসলে দুএকজন কৃষক বা রাখালের দেখা মেলে কিন্তু এই ভর দুপুরের সময় কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। মামা এক মনে হেটে চলেছেন। রানার মনে কিন্তু বিভিন্ন চিন্তা বাসা বাধছে সত্যি সত্যিই যদি কোন জিন পরীর সাথে সাক্ষাত হয়ে যায় তবে কি ভয়ংকরই না হবে! রানা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল জিন পরীর কথা মনে হতেই মামার কাছাকাছি চলে এসে প্রশ্ন করে

মামা জিন বলে কি সত্যিই কিছু আছে ?

হ্যা অবশ্যই আছে। আল্লাহ কোরআনের ভিতর বলেছেন আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া আদম আর হাওয়াকে যে শয়তান ধোকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে সেও তো জিনই ছিল।

এ কথা শুনে রানার ভয় আরও বেড়ে যায়। মামা ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। নিজের ডান হাত দিয়ে ওর বাম হাত শক্ত করে ধরে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। ছোটমামা রানার হাত ধরার পর থেকে রানার আর ভয় করে না। ছোট মামার উপর তার খুব আস্থা।

একনাগাড়ে অনেক্ষন পথ চলে রানা হাটার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মামা অনুমান করার চেষ্টা করেন সঠিক পথে এসেছেন কিনা। তিনি সুর্য দেখে পথ

নির্নয় করে বরাবর পশ্চিম দিকেই এসেছেন। কিন্তু নারিকেল গাছ থেকে জমিদার বাড়িটি যতদুর মনে হয়েছিল তাতে করে এতক্ষনে পৌছে যাওয়াই উচিৎ ছিল। পথ ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি। প্রথমে মনে করেছিলেন পথে কাউকে জিজ্ঞাসা করে সহজেই জমিদার বাড়ি পৌছে যাবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছেনা যাবে বলে মনেও হচ্ছে না। মামা এবার হাটার আগ্রহ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন। ভুল পথে দ্রুত হেটে লাভ কি! একটা গাছের নিচে পরিষ্কার ঘাসের উপর বসে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিলেন। বিশ্রাম তো নই আসলে মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। আর কিছুক্ষণ দেরি করলেই ফিরতে রাত হয়ে যাবে। রানা সাথে না থাকলে অবশ্য কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু রাতে এই ক্ষেত খামারে চলাফেরা করতে রানার নিশ্চয় ভয় করবে আপা দুলাভাইও চিন্তাই পড়ে যাবে। এসব ভেবে সান্টুমামা দারুন বিরক্ত হন। এখন করনীয় কি সেটাই ঠিক করতে পারছেন না। কিছুক্ষন এদিক সেদিক তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করেন নারকেল গাছের মাথা থেকে জমিদার বাড়ির আশপাশে কি কি গাছ পালা দেখেছিলেন। তার মনে পড়ল একটি ছোট পুকুরের পাড়ে যে ৩/৪ টি তাল গাছ দেখেছিলেন তার নিকটেই ছিল জমিদার বাড়িটি। এতক্ষনে যদি জমিদার বাড়ির কাছাকাছি চলে এসে থাকেন তবে তাল গাছের সারিটি খুজে পেতে মোটেও কষ্ট হবে না। রানারা যে গাছের ছায়ায় বসে ছিল ছোটমামা দ্রুত সেটিতে উঠে গেলেন। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তালগাছগুলো খুজতে লাগলেন। রানা আগ্রহ আর ভয়মাখা দৃষ্টিতে মামার দিকে চেয়ে থাকে। দুতিন বার ডানে বায়ে তাকাতেই মামার মুখে হাসি ফুটল। তাল গাছ নই তিনি স্বয়ং জমিদার বাড়িটিকেই দেখতে পেয়েছেন। সামনেই যে গাছ পালার সারি তার ঠিক পিছনেই রয়েছে ওটি। মামা আর এক মুহুর্ত দেরি করলেন না। দ্রুত নেমে এসে রানার হাত ধরে টানতে টানতে গাছের সারি গুলো পার হতে লাগলেন। ওপারে যাওয়ামাত্র জমিদার বাড়িটি দৃশ্যমান হল। বহুদিনের পুরোনো ভগ্নপ্রায় একটা বাড়ি। বাড়িটির চারিদিকে তো বটেই এমনকি ২/৩ ফুট চওড়া দেওয়াল ভেদ করে বিভিন্য ছোট বড় গাছ গাছালি বের হয়েছে। বাড়িটি দেখেই রানার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় একেবারে ভুতুড়ে বাড়ির মতই দেখাচ্ছে ওটি। ছোটমামা স্থির দাড়িয়ে কিছুক্ষন অবস্থা পর্যবেক্ষন করেন।

রানার দিকে না তাকিয়েই বলেন

এটা একটা জমিদার বাড়ি। এখানে এক সময় বড় কোন জমিদার বসবাস করত। যাদের অনেক জমিজমা, টাকা পয়সা থাকে তাদের জমিদার বলে। এখানে তারা কত আমোদ ফুর্তি করেছে তারপর বাড়ি,জমিজমা, টাকা পয়সা ফেলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। তাদের কি লাভ হল ! তাদের টাকা পয়সা কি কোন কাজে আসল ! দুনিয়াতে যে টাকা জমিয়ে পাহাড় বানাবে গাড়ি বাড়ির মালিক হবে একদিন সেসব ফেলে তাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু আখিরাতে আল্লাহ যাকে জান্নাত দেবেন তাকে চিরকাল সেখানে রাখবেন। সেখানে সে চিরকাল যুবক থাকবে তার বয়স বাড়বে না। তার পোশাক, বাড়ি, গাড়ি কোন কিছুই পুরনো হবে না। সেখানে রাত নেই, ঘুম নেই। সারাদিন কেবল আনন্দ আর ফুর্তি করবে। দুনিয়াতে চাকুরী পেয়ে বড় বাড়ির মালিক হওয়ার চেয়ে জান্নাত পাওয়া অনেক ভাল। জান্নাত পেতে হলে ভাল আমল করতে হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে মামা বাড়িটির কাছাকাছি হতে থাকেন। মামা যতই ওটির নিকটে যাচ্ছেন রানার মুখ ততই লাল হতে থাকে। সে মনে মনে ভাবে

মামা কি ওই বাড়ির ভিতরে যাবে নাকি?

এই ভুতড়ে বাড়িটির ভিতরে যাওয়ার কথা মনে হতেই রানার দেহ পানিশুন্য হয়ে যায়। তার কেবলই মনে হতে থাকে ভিতরে ঢোকার সাথে সাথেই মিচমিচে কালো একটা ভুত লম্বা লম্বা দাত বের করে হি হি করে হেসে উঠবে। রানা খুব করুন কণ্ঠে বলে

ভিতরে না গেলে হয় না ?

মামা হাসেন, বলেন

তাহলে আর এতদুর আসলাম কেন ? তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি ?

রানা মাথা নাড়ে।

সান্টুমামা সুরা ফাতিহা পড়ে রানার গায়ে ফু দেন। নিজের গায়েও ফু দিয়ে নেন। তারপর বলেন

আর কোন ভয় নেই। জিনেরা কোরআনের আয়াতকে ভয় করে বুঝলি ?

রানার ভয় অনেকটা দুর হয়। মামা যখন কোরআন পড়ে গায়ে ফু দিয়ে দিয়েছে তখন আর কিসের ভয়! মামা একটা চিকন গাছ গোড়া শুদ্ধ উপড়িয়ে পাতাগুলো ঝেড়ে ফেলে একটা লাঠির মত বানিয়ে নেন। তার পর রানাকে বলেন

ভিতরে যাবি না বাইরে দাড়িয়ে থাকবি ?

বাইরে একা একা দাড়িয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। দুহাত দিয়ে মামার বাম হাত আকড়িয়ে ধরে রানার মামার সাথে ভুতুড়ে বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়িটির ভিতরে অমাবশ্যা রাতের মত অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে একটু একটু করে ফরসা হতে হতে এক সময় আবছা আলোকিত হয়। সেই আলোতেও ঘরের ভিতরে সুন্দর নকশাগুলো অল্প অল্প বোঝা যাচ্ছিল।

রানা ভাবে সত্যি সত্যিই যারা এখানে বসবাস করতো তারা নিশ্চয় ধনী ছিল। ধনী না হলে কি আর এমন বাড়ি বানানো যায় ! কিন্তু তারা পরপারে চলে গেছে এভাবে যে কেউই দুনিয়াতে বাড়ি গাড়ি বানাবে তাকে সেই বাড়ি ফেলে চলে যেতে হবে। তারচে বরং আখিরাতে বাড়ি বানানোর চেষ্টা করাই ভালো। আখিরাতে বাড়ি বানাতে হলে টাকা কামায় করতে হয় না, ইট সিমেন্ট কিনতে হয় না কেবল ভাল আমল করতে হয়।

বাইরে থেকে যতটা ভয় করছিল ভিতরে এসে কিন্তু রানার তেমন কোন ভয়ই করছে না। নির্ভয়ে মামার সাথে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। হঠাৎ বাইরের দিকে থেকে একটা বিকট শব্দ শোনা যায়। কুকুর আর বিড়াল সংঘর্ষ বাধালে যেমন করে তেমন শব্দ। রানা মামাকে জাপটে ধরে।

ভয় নেই , ভয় নেই বলতে বলতে মামা বাইরে বের হয়ে আসেন। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখতে থাকেন আসলে কি ঘটেছে কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। রানা কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়ে একটা ভয়ানক জিনিস দেখতে পায়। ভয়ে সে কথা বলার মত শক্তিও হারিয়ে ফেলে। ডান হাত দিয়ে মামার জামা ধরে টান দিয়ে হাঁসের মত ফিস ফিস করে বলে

-মামা দেখো !

মামা তাকিয়ে দেখেন। পাকা জামের মত কালো মোটা একটা বিড়াল। চোখ গোল্লা গোল্লা করে তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যেন এই স্থানে দুজন মানুষকে দেখে সে অতিব রাগান্বিত হয়েছে।

মামা মাটি থেকে ছুড়ে মারার মত কয়েকটি ইট পাথর গুছিয়ে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বিড়ালটির দিকে ছুড়তে থাকেন। বিড়ালটি কিন্তু ঠাই দাড়িয়ে থাকে একটুও নড়াচড়া করে না। রানা ভয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে যায় বহু

কষ্ট করে গলা দিয়ে কেবল একটা কথাই বের করতে পারে

মামা জিন নয় তো ?

মামা মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন

হতে পারে। ভয় নেই, শুধু দেখ কি করি।

মামা কি করবে বোঝা যাচ্ছে না তবে মামার মধ্যে সাহস দেখে রানার ভয় কিছুটা প্রশমিত হয়। মামা নিশ্চয় কিছু একটা করবেন।

মামা উচু কণ্ঠে আযান দিতে আরম্ভ করলেন। রানা একপলকে মামার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

এতদুর বলতেই ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে কোন কিছু দ্রুত গেলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ শোনা গেল। মামা আযান দিতে দিতেই বিড়ালটি যেখানে ছিল সেদিকে মুখ দিয়ে ইশারা করলেন। রানা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বিড়ালটি আর নেই। সেদিককার ঝোপঝাড় গুলো তখনও নড়ছিল। জন্তুটি পালিয়েছে , খুব দ্রুত পালিয়েছে। মামা কিন্তু তখনও আযান দিচ্ছিলেন। আযান পুরো শেষ করে মুচকি হাসলেন।

ওটা একটা শয়তানই হবে বুঝেছিস ? বলতে বলতে একস্থানে বসে পড়লেন। তার পাশে রানার বসে পড়ল এখন আর তার একটুও ভয় করছে না। আযান দিলেই যদি জিন পালিয়ে যায় তবে বৃথা ভয় পেয়ে লাভ কি! সে এখন নিশ্চিন্ত মনে মামার সাথে গল্প ফেদে বসে।

-মামা শুধু কি জিনেরাই শয়তান হয় ?

-শয়তান জিনও হয় মানুষও হয়।

মামার কথা শুনে রানা ভীষণ অবাক হয়। মানুষ আবার কিভাবে শয়তান হয় !

মামা বলতে থাকেন

শয়তানের কাজ হল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জাহান্নামী করা। যেসব মানুষ নিজেরা আল্লাহর হুকুম মানে না আবার অন্যদের আল্লাহর হুকুম মানতে দেয় না তারাই শয়তান। দেখ বর্তমানে যারা পুলিশ যারা সরকার তারা কি আল্লাহর হুকুম মেনে চলে ? আল্লাহ বলেছেন চোরের হাত কাটতে তারা কি তা করে ?

রানা মাথা নাড়তে নাড়তে বলে না।

মামা বলেন যদি কেউ চোর ধরে হাত কেটে দেয় এরা তার কি করবে জানিস ?

-জেলে দেবে। এই তো কয়েকমাস আগে বাবা একদিন বললেন পত্রিকাতে খবর এসেছে এক ইমাম সাহেব নাকি এক মেয়েকে ১০০ বেত মেরেছে বাবা বললেন এটাই ইসলামের সঠিক শাস্তি, সেই ইমাম সাহেবের নাকি জেল হয়েছে।

-তাহলে এসব পুলিশ আর এম,পি মন্ত্রীরা নিজেরাও ইসলাম মানে না আবার অন্য কেউ ইসলাম অনুযায়ী বিচার করলে তাকে বাধা দেয়। এরাই মানুষ শয়তান বুঝলি। আল্লাহ কোরানে সুরা আনআমে বলেছেন, মানুষ এবং জিন শয়তানরা নবীদের সাথে শত্রুতা করে। নবীদের সাথে শত্রুতা মানে ইসলামের সাথে শত্রুতা কোরআনের সাথে শত্রুতা, হকপন্থি আলেমদের সাথে শত্রুতা। তুই শেখ আবু রায়হান এর নাম শুনেছিস ?

রানা খুব টেনে বলে

হ্যা....... বাবা প্রায় প্রতি দিন তার কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করতে হবে। ইয়াহুদি খৃষ্টান আর মানুষের তৈরী করা আইন মানিনা। তাকে ফাঁসিতে দেওয়া হয়েছে।

ছোটমামার চোখ দিয়ে ছল ছল করে পানি গড়িয়ে পড়ে। চোখ মুছতে মুছতে বলেন,

- এসব আলেমদের সাথে যারা শত্রুতা করে, যারা হক কথা বলে, কোরানের কথা বলে তাদের যারা হত্যা করে তারা সবাই শয়তান, তারা জাহান্নামী। আল্লাহ সুরা বুরুজে বলেছেন যারা মুমিনদের কষ্ট দেয় তাদের তিনি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করে ছাড়বেন। এসকল নেতাদের যারা মেনে চলে সম্মান করে তাদেরও জাহান্নামী হতে হবে। শেখ আবু রায়হানের মত আলেমরাই আমাদের নেতা। তিনি ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন। যে ইসলামের জন্য জীবন দেয় তাকে শহিদ বলা হয়। শেখ আবু রায়হান একজন শহিদ। এখন অনেক আলেম আছে যারা সরকারের কথামত চলে , সরকারের কাছে বেতন নেয়, তারা পাপী , তারাও জাহান্নামী। তাদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন কঠিন অপমানিত করবেন।

কথা শেষ করে মামা বেশ কিছুক্ষন নিরব থাকেন। শেখ আবু রায়হানের জন্য তার খুব দুঃখ হচ্ছে। রানারও তার জন্য দুঃখ হয়। মামাকে আজ যেভাবে কাঁদতে দেখল বাবাও শেখ আবু রায়হানের কথা বলতে বলতে প্রায় সেভাবেই কেঁদে ফেলেন রানার

মাও কাঁদেন। এত মুমিনকে যারা কাঁদায় আল্লাহও তাদের কাঁদাবেন। জাহান্নামে কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখে পানি গড়িয়ে পড়ার মত গর্ত হয়ে যাবে।

৪ . দয়া

বাড়ি ফিরতে মাগরিবের আযান হয়ে যায়। আসার পথে মসজিদে সলাত পড়ে মামা রানাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এখন কিছুক্ষন কোরআন তেলাওয়াত করবেন। রানা বাড়ি যেয়ে দেখে মিতূল বসে রয়েছে। সে নাকি অনেক্ষন থেকে অপেক্ষা করছে। রানার মা তাকে বলেছেন রানারা জিন দেখতে গেছে। জিন কেমন দেখতে সেটা শোনার জন্য সে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সে নিজে চোখে কখনও জিন দেখেনি তো তাই। রানা তাকে সব ঘটনা খুলে বলে। আযান দিলে জিন পালিয়ে যায় শুনে মিতুল দারুন অবাক হয়। জমিদার বাড়ির কালো জিনটি নিয়ে আলোচনা করতে করতে মামা ফিরে আসেন। মামাকে আসতে দেখেই দুজনে একসাথে জোরে বলে ওঠে

আসসালামু আলাইকুম।

সালাম দিতে এখন আর রানার ভুল হয় না। মামা উত্তর দিতে দিতে রানারা যে বিছানাতে বসে ছিল সেটির উপর বসে পড়েন। মামাকে আসতে দেখে মাও রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আসেন। মমতা মাখা কণ্ঠে বলেন

কোন সমস্যা হয় নি তো ?

মামা এমন ভাবে মাথা নাড়েন যেন বলতে চাচ্ছেন কি আর হবে! ভাব সাব বুঝতে পেরে মা আবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন।

রানা আর মিতুল একযোগে পড়তে শুরু করে

ছামার মানে ফল ... কমার মানে চাদ........

দুজনের দিকে তাকিয়ে মামার বুক ভরে যায়। সারা দুনিয়ার লোক এখন ইংরাজী শিখতে ব্যস্ত। চাকুরী আর টাকার নেশায় তারা মত্ত। ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করে এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি খোদ মাদ্রাসাগুলোতেও ইংরাজীর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে আরবী ভাষাকে অবহেলা করা হচ্ছে। অথচ আরবী ভাষার মধ্যে কত কল্যান রয়েছে , রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। রানা আর মিতূলকে আরবী পড়তে দেখে সান্টুমামার তাই খুব ভাল লাগে। তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন এরা বড় আলেম

হবে। দুর দুরান্ত থেকে লোক এদের কাছে ইসলাম শিখতে আসবে। এরা সবাইকে সঠিক ইসলাম শেখাবে।

পড়তে পড়তে এশার আযান শুরু হয়। দুজনেই নিরব হয়ে যায়। মামা বলেছেন আযানের সময় মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলতে হয়, অন্য কোন কথা বলতে নেই। আযান শেষ হলে মামা বলেন

তোমাদের কিন্তু ইসলামের জন্য অনেক কিছু করতে হবে।

মামা কি করতে বলছেন দুজনের একজনও বুঝতে পারেনা। কেবল ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে। ওরা বুঝতে পারেনি দেখে মামা আবার বলেন

তোমাদের বড় হয়ে শেখ আবু রায়হানের মত হতে হবে।

মামার কথা শুনে রানা খুব অবাক হয়। তারা তো ছোট মানুষ, তারা কি আর শেখ আবু রায়হানের মত হতে পারে!

মামা বলেন

ছোট, তাতে কি হয়েছে ? তোমাদের একটা সত্য কাহিনী শোনাই। তোমরা আবু জেহেলকে চেন ?

মিতুল আবু জেহেলকে চেনে না। রানা চেনে। সে বলে

আবু জেহেল একজন কাফির নেতা। সে সব সময় আল্লাহর রসুল (সঃ) কে কষ্ট দিত।

মামা বলেন

শোন সেই আবুজেহেলকে তোমাদের বয়সের দুজন ছেলে হত্যা করেছিল। তোমাদের বয়সের দুজন ছেলে যদি অত বড় একজন কাফির নেতাকে হত্যা করতে পারে তবে নিশ্চয় তোমরাও ইসলামের জন্য অনেক কিছু করতে পারবে।

মামার কথাই দুজনের মনে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। নিশ্চয় তারা ইসলামের জন্য বড় কিছু করার চেষ্টা করবে।

পরদিন স্কুলে গিয়ে রানা ক্লাসের সবাইকে জমিদার বাড়ির গল্প শোনায়। সবাই খুবই তাজ্জব হয়ে শুনছিল কিন্তু রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই কলীম স্যার চলে আসলেন। অন্যান্য দিনের মতই আজও নাম ডাকার পর থেকেই ঘুমানর চেষ্টা করলেন কিন্তু ঘুম আসছে না। টেবিলে মাথা রেখে বেশ কিছুক্ষন চোখবুজে পড়ে থাকলেন কিন্তু কাজ হল না। মাথাটি একবার ডান দিকে একবার বামদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কষ্ট করলেন তাতেও হল না। শেষে মাথা তুলে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন

ভাল গল্প বলতে পারিস কে ?

কেউ কোন কথা বলে না। কেবল গয়েষপুরের ভবেস নামের এক হিন্দু ছেলে উঠে দাড়িয়ে বলল

স্যার আমি একটা ভুতের গল্প জানি।

স্যার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বললেন

ওসব জিন ভুত বলে কিছু নেই। তুই বরং অন্য একটা গল্প বল।

স্যারের এই কথাটি রানার খুব অপছন্দ হয়। ভুত বলে কিছু নেই বললে রানার কষ্ট হত না কিন্তু জিনের কথা তো আল্লাহ কোনআনের ভিতর বলেছেন। আল্লাহ কোরআনে যা বলেছেন তা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। কলীম স্যার জিন অস্বীকার করলেন। তিনি একজন কাফির। এই কাফিরের আবু জেহেলের মত শাস্তি হওয়া দরকার।

ভবেস গল্প বলছিল। আর কলীম স্যার ছোট বাচ্চাদের মত গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলেন

-এক কৃষকের একটি গাভী ছিল। একদিন সেই গাভীটি একটি ডিম পারল। একটি বড় মুরগী সেই ডিমে তাওয়া দিল। ডিম থেকে পাখা ওয়ালা একটা গরুর বাচ্চা বের হল। সেই বাচ্চাটা বড় হলে কৃষকের ছেলে তার পিঠে উঠে আকাশে উড়ে বেড়াত। একদিন কৃষকের ছেলে সেই গরুপাখিটির পিঠে উঠে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল আর নিচ থেকে একটা ছোট মেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ছেলেটির ডান পায়ের জুতো খুলে মেয়েটির চোখের মধ্যে ঢুকে গেল। সেই জুতোটি ছিল সোনার তৈরী। তার অনেক দাম। কৃষক বিদেশ থেকে তিনজন ডুবুরী নিয়ে আসল। তারা মেয়েটির চোখের মধ্যে ডুব মেরে মেরে জুতোটি খুজে বের করল।

কলীম স্যার কিন্তু এই আজগুবি গল্পটি খুব পছন্দ করলেন। তিনি না ঘুমিয়ে মনযোগ দিয়ে গল্পটি শুনতে লাগলেন। ভবেস গল্প বলা শেষ করলে স্যার বললেন

আর একটা গল্প শুরু কর।

-আমি আর কোন গল্প জানি না স্যার।

স্যার এবার টেবিল থেকে মাথা তুলে ভবেসের দিকে তাকিয়ে তার মোটা হাতটি দেখাতে দেখাতে বললেন

ঘন্টা পড়ার আগ পর্যন্ত গল্প বলতে হবে। তা না হলে কিন্তু কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেব।

ভবেস তো মহা বিপদে পড়ে গেল। সে এবার ভুল বকতে আরাম্ভ করল।

এক রাজার ছিল সাত রানী। সেই সাত রানীর সাতটি ছেলে ছিল রাজার কিন্তু কোন ছেলে পুলে ছিল না। একদিন সেই রাজা গরুর গাড়িতে করে শিকারে বের হল। এর মধ্যে তার একটি ছেলে হল। রানী তাড়াতাড়ি মোবাইল করে রাজাকে খবর দিল। রাজা তখুনি দৌড়িয়ে বাড়ি চলে আসল..............

ভবেস গল্প বলছে আর আড়চোখে স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখছে স্যার ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। যখন মনে হল স্যার ঘুমিয়ে পড়েছেন ভবেস তখন পুরো চুপ হয়ে গেল। আর কতক্ষনই বা আবোল তাবোল বকা যায়। হঠাৎ স্যার কুচমুচ করে নড়ে উঠলেন অমনি ভবেস শুরু করল

তারপর সেই রানী মারা গেল। মারা যাওয়ার পর তার একটা ছেলে হল।

ক্লাসের সবাই দুহাত দিয়ে মুখ ধরে হাসি চেপে রেখেছিল। মাঝে মাঝে হিস হিস জাতীয় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ঘন্টা পড়লে স্যার যখন ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেন ক্লাসের ছাত্ররা হাত মুখ খুলে হাসতে লাগল। কেউ কেউ হাসতে হাসতে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল। শুধু ভবেস ভাবলেশহীন মুখে ক্লাসের এক কোনে চুপচাপ বসে রইল। রানার হাসছিল না। তার কেবলই চিন্তা হচ্ছে কলীম স্যারকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায়। সেই অবস্থায় হেড স্যার ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। সবার অবস্থা দেখে তার তো চোখ কপালে উঠে গেল। হাতের লাঠিটি দিয়ে টেবিলের উপর ঝপ ঝপ করে কয়েকটি বাড়ি মারতেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতেই কলীম স্যারকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায় রানার কেবল তাই মনে হতে থাকে।

বাড়ি ফিরে দেখা গেল সান্টু মামা বাড়ি নেই তিনি বাজারে গেছেন। মা বললেন মামার নাকি আসতে দেরি হবে। মামার আসতে দেরি হবে শুনে রানা আর মিতুল পাখির ডিম খুজতে বের হল। মামা বেড়াতে আসার পর থেকে আর মাঠে যাওয়া হয়নি। মড়োলদের বড় আম গাছটিতে যে পাখির বাসা দেখেছিল তাতে নিশ্চয় এখন দুএকটি ডিম পাওয়া যাবে। এদিক সেদিক একটুও ঘোরাঘুরি না করে সোজা মোড়লদের আমবাগানেই হাজীর হয় দুজন। লম্বা গাছটির মগডালে উঠে সত্যি সত্যিই পাখির বাসাটি দেখা যায়। বাসাটিতে ছোট ছোট দুটি পাখির বাচ্চা কিচির মিচির করছিল। দুজন বাচ্চাদুটি নিয়ে দ্রুত নেমে এল। মামা আসার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি ফিরে পাখির

বাচ্চাদুটি মিতাকে দেখাতেই সে বাচ্চা নিয়ে খেলতে আরম্ভ করল।

ছোটমামা বড় একটি মুরগী ডান হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি প্রবেশ করতেই পাখির ছানা দুটি তার চোখে পড়ে গেল। প্রায় সাথে সাতেই চিৎকার করে উঠলেন

ওগুলো কে ধরেছে ?

মামার কণ্ঠ শুনেই রানারা বুঝতে পারে নিশ্চয় তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। ওদের নিরব দেখে মামাও বুঝে নেন আসলে কাজটি ওদেরই। আগের চেয়ে একটু নরম কণ্ঠে বলেন

বাচ্চাদুটি যেখানে ছিল সেখানে রেখে আই। এমন ছোট বাচ্চাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসলে এদের মা কষ্ট পায়। একবার একজন লোক এমন একটি বাচ্চা বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসে। আল্লাহর রসুর (সঃ) তাকে বাচ্চাটি বাসায় রেখে আসতে বলেন।

রানা আর মিতুল আবার মড়োলের বাগানে যায়। বাচ্চাদুটি রেখে দ্রুত ফিরে আসে। মামা তখন মুরগী জবেহ করার ছোট ছুরিটি ইটের উপর ঘষছিলেন। মামার পাশে বসতে বসতে রানা বলে

মামা আল্লাহর রসুল (সঃ) কি ছুরি ধার দিতে বলেছেন?

মামা মাথা উচু করে রানার দিকে তাকিয়ে বলেন

হ্যা । ছুরিতে ধার না থাকলে মুরগীর কষ্ট হয়। সব প্রানীর উপর দয়া দেখাতে হয়। আল্লাহর রসুল (সঃ) আমাদের এমন দয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

মামার মুখে এই কথা শুনে রানার খুব চিন্তা হয়। তাহলে কি কলীম স্যারকে কষ্ট দেওয়াও ঠিক হবে না। এমন হলে তো তাদের সব ফন্দি ফিকিরই অকারন হয়ে যাবে। সেদিন সারাদিন কেবল এই চিন্তাই রানার মাথায় ঘুর ঘুর করে। সন্ধার সময় পড়তে পড়তে মামাকে সব খুলে বললে তিনি শব্দ করে হাসলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন

আল্লাহর রসুল (সঃ) যেমন দয়া করতে বলেছেন তেমনি কঠোর হতেও বলেছেন। কোরানেও কাফির ও মুনাফিকদের সাথে কঠোর আচরন করতে বলা হয়েছে। কাব নামে এক কবি কবিতা লিখে মুসলিমদের কষ্ট দিত আল্লাহর রসুল (সঃ) ৪/৫ জন লোককে পাঠান তাকে হত্যা করার জন্য তারা সেই কবিকে হত্যা করে। এরকম যারাই ইসলামের দুর্নাম করবে কোরআনকে অস্বীকার করবে তাদের কষ্ট দেওয়া যাবে হত্যাও করা যাবে। তারা পশু পাখির থেকেও খারাপ।

তাদের দয়া দেখান যাবে না।

রানার মন এবার খুশি হয়।

পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময়ই কলীম স্যারকে নিয়ে মিতুলের সাথে বিভিন্ন মতলব আটতে থাকে। ফন্দি ফিকিরে মিতুলের জুড়ি নেই। সে যে কত লোককে ভুগিয়েছে তার ইয়ত্যা নেই। এখন অবশ্য সে আর অমন দুষ্টমী করে না। গতকাল কলীম স্যার যে বলেছে জিন বলে কিছু নেই তাতে রানার মত তারও রাগ হয়েছে। সেও তো জানে আল্লাহ যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি জিনও সৃষ্টি করেছেণ। জিন অস্বীকার করলে তো কেউ মুসলিম থাকে না। কলীম স্যারও এখন মুসলিম নেই। তিনি এখন আবু জেহেলের মত কাফির হয়ে গিয়েছেন। আবু জেহেলের মত তাকেও কষ্ট দেওয়া যায়। তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মিতুল মাথা খাটিয়ে অনেক বুদ্ধি বের করল কিন্তু একটিও রানার পছন্দ হল না। রাস্তার মধ্যেই কলীম স্যারের সাথে দেখা হয়ে গেল। দুই রাস্তার মোড়ে যে দু চারটি দোকান ছিল সেখানেই এক দোকানে সাইকেল সারাচ্ছিলেন তিনি। তার সাইকেলটি বহু পুরনো। স্যার যখন বিয়ে করেন তখন তার শশুর যৌতুক হিসাবে কিনে দিয়েছিল ওটি। সে প্রায় ১৫/২০ বছর আগের কথা। কলীম স্যার ছাড়া ও সাইকেল আর কেউ চালাতে পারে না। স্কুল থেকে স্যারের বাড়ি প্রায় ৭/৮ কিলো। স্যার প্রতিদিন সাইকেলে যাতায়াত করেন। কলীম স্যারের সাইকেল নিয়ে চিন্তা করতে করতে রানার মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি আসে। স্যারের সাইকেলের হাওয়া ছেড়ে দিলেই কিন্তু তাকে হেটে বাড়ি ফিরতে হবে। এই মোড় ছাড়া রাস্তার আর কোথাও হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এখান থেকে পায়রাগাছি ৬ কিলো তো হবেই। ওই দেহ নিয়ে ৬ কিলো হেটে আসতে স্যারের বারোটা বেজে যাবে। দুপুরের সময় যদি এসব দোকান বন্ধ থাকে তবে পুরো ৮ কিলোই হাটতে হবে স্যারের। মিতুলকে বললে প্রস্তাবটি তারও পছন্দ হয়।

কলীম স্যারের আগেই রানারা স্কুলে পৌছে যায়। এসেম্বিলি ফাকি দেওয়ার জন্য হাবুর দোকানে বসে যখন অপেক্ষা করছিল তখন কলীম স্যারকে খটখট শব্দ করে সাইকেল চালিয়ে স্কুলের দিকে যেতে দেখা যায়। সেদিন মিতুলের মা মিষ্টি খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছিলেন তাই দিয়ে হাবুর দোকান থেকে একটা বই সেলাই করা ভোমর কিনে নেয়। তার কয়েক মিনিট পর রানারাও স্কুলে প্রবেশ করে। মিতুলের সাইকেলটি রেখে দুজনে

মিলে কলীম স্যারের সাইকেলটি খুজতে থাকে। কলীম স্যারের সাইকেল খুজে পাওয়া মোটেও কষ্টকর নই। ভাঙা আর পুরনো হলেও স্যর খুব যত্ন নেন সাইকেলটির প্রায় প্রতিদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর তেলমালিশ করেন, শুক্রবারদিন ধোপাধোলায় করেন। প্রতিদিন সকালে স্কুলে আসার আগে একবার ঝেড়ে মুছে নেন। অন্যসব সাইকেলের মধ্যে স্যারের সাইকেলটিই সবচেয়ে বেশি চকচক করে।

কিছুক্ষন এদিক সেদিক চোখ বুলাতেই কলীম স্যারের সাইকেলটি খুজে পাওয়া যায়। একটি কাঠাল গাছের সাথে লোহার শেকল পেচিয়ে তালাবদ্ধ রয়েছে ওটি । মিতুল আস্তে আস্তে সেটির নিকটে যেয়ে নিঃশব্দে দু চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর হাতের ভোমরটি দিয়ে শতসহস্র স্থানে ফুটো করে দেয় চাকাদুটির টায়ার আর টিউবে।

সেদিন আর ২য় ক্লাস পর বাড়ি যাওয়া হল না। অকেজো সাইকেলটি ঠেলে নিয়ে যেতে কলীম স্যারের কেমন কষ্ট হয় তা দেখতে হলে আজ স্কুল ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। স্কুল ছুটির পর রানারা স্কুল থেকে আগেই বের হয়ে হাবুর দোকানে বসে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর কলীম স্যারকে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে আসতে দেখা যায়। রাস্তার দুপাশ থেকে যে দেখছে সেই বলছে

সাইকেলের কি হয়েছে স্যার ?

স্যার পেচার মত মুখ করে বলছেন

দু চাকায় নিক করেছে।

শুনে রানার যে কি হাসি পাচ্ছিল ! কিন্তু মিতূল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে

হাসলে কিন্তু সব ফাস হয়ে যাবে।

সেদিন রানা আর মিতূল স্যারের পিছু পিছু আসতে থাকে। রাস্তার ভিতর স্যার কি কি সমস্যায় পড়ে তা নিজ চোখে না দেখরে মন তৃপ্ত হবে না। জিন অস্বীকার করার জন্য আজ তার এই শাস্তি।

মাটির রাস্তা, বিভিন্ন স্থানে কাদাপানি জমে রয়েছে। কাদার দুপাশে হেটে যাওয়ার মত সংকীর্ন শুকনো রাস্তা। হয় সাইকেলটি নয়তো নিজেকে কাদার উপর দিয়ে যেতে হয়। কলীম স্যার তখন নিজেকে কাদার এপাশে রেখে সাইকেলটি কাদার ওপাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এভাবে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে স্যার ঘেমে জামা কাপড় সব ভিজিয়ে ফেললেন।

একবার তো সাইকেলটি হাত ফসকে ঝপ করে কাদার ভিতর পড়ে গেল আর ময়লা পানি ছিটে এসে চোখে মুখে ভর্তি হয়ে গেল। স্যারকে তখন ভুতের মত দেখাচ্ছিল। জিন ভুত অস্বিকার করে এখন তিনি নিজেই ভুত হয়ে গেলেন। রানারা কিন্তু একটু দুর থেকে সব কিছু দেখছিল কাছে গেলেই স্যার বলতে পারেন

আমার সাইকেলটি একটু ঠেল তো।

রানাদের গ্রামের আর যারা এই স্কুলে পড়ে তারা সবাই স্কূল ছুটি হওয়ার সাথে সাথেই বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে। এতক্ষনে তারা হয় তো রানাদের গ্রামের প্রায়মারি স্কূলটি পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাদের কারও সাথে এখন স্যারের দেখা হবে না। রানা আর মিতুল তো স্কূল ছুটির পর হাবুর দোকানে দাড়িয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করেছে। এখন তারাই কেবল কলীম স্যারের সাথে বাড়ি যাচ্ছে। কলীম স্যারের এই কষ্ট দেখে। তারা দারুন মজা পাচ্ছে।

কাদার ভিতর পড়ে যাওয়ার পর স্যার কিছুক্ষন হা করে দাড়িয়ে থাকলেন। তারপর পাট বোঝায় একটা গরুর গাড়ি আসতে দেখে তাড়াতাড়ি সাইকেলটি তুলে নিতে নিতে গরুর গাড়িওয়ালার সাথে কথা বললেন

তুই কোন গ্রামে যাবি রে ?

গাড়োয়ান কিছুক্ষন স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটি একেবারে চিকন আর ভিষন কালো। মনে হল কলীম স্যারের মত মোটা লোক সে খুব কমই দেখেছে। অবাক হয়ে স্যারকে কিছুক্ষন দেখে নিয়ে দাত মুখ শক্ত করে বলে

-গয়েষপুরের ঘাটে।

গয়েষপুরের ঘাটের কথা শুনে স্যার যেন পুলকিত হলেন। ওখান থেকে স্যারের বাড়ি বেশি দুরে নই। গরুর গাড়ি ওয়ালাকে সব খুলে বললে তিনি স্যারকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। যে বাঁশগুলোর সাহায্যে পাট বাধা হয়েছে তারই একটার সাথে সাইকেলটি দড়ি দিয়ে বেধে দেওয়া হল। স্যারও পাটের ওপর উঠে বসলেন। এক পাশের বাঁশ শক্ত করে ধরে স্যার এবার আরামেই পথ চলতে লাগলেন।

গরুর গাড়ি ওয়ালার ওপর রানার খুব রাগ হচ্ছিল। এই ভর দুপুরে উনি কিনা গয়েষপুর যাচ্ছেন। এখন আর হেটে হেটে স্যারের পিছু পিছু যাওয়ার কোন মানেই হয় না। স্যারের আরাম দেখার জন্য তো আর তারা হেটে যাচ্ছে না। এখন সাইকেলে চড়ে দ্রুত বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। এমনিতেই

আজ খুব দেরি হয়েছে। ছোট মামা নিশ্চয় রাগ করবেন। তাকে সব খুলে বললে অবশ্য তিনি খুশি হবেন।

গরুর গাড়ি ওয়ালাকে যাচ্ছেতাই ভাবে তিরষ্কার করতে করতে সাইকেলে উঠতে যাবে এমন সময় ক্যাচ করে শব্দ শোনা গেল। গরুর গাড়ির একটা চাকা কাদায় পড়েছে। গাড়িটি বাম দিকে প্রায় একফুট হেলে গেছে। গরু দুটি অনেক টেনে টুনেও গাড়িটিকে খাদ থেকে তূলতে পারল না। বেগতিক দেখে গাড়োয়ান হাতের মোটা লাঠিটি দিয়ে সপ সপ করে দুচারটি আঘাত করলেন গরুদুটির পিঠে। লাঠির শব্দ শুনে কলীম স্যার চমকে উঠলেন। মনে হল আঘাত গুলো তার পিঠেই পড়ছে। তিনি আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। বহু চেষ্টা তদবীর করেও যখন গাড়িটি খাদ থেকে উঠলনা তখন গাড়োয়ান নেমে এসে চাকা ঠেলতে আরম্ভ করল। তালগাছ হাওয়ায় যতটুকু নড়ে গাড়িটি ততটুকুও নড়ল না। লোকটি এবার ভিষণ রেগে গেল দাত মুখ খিচিয়ে বলল

আপনি হা করে কি দেখছেন? একটু ঠেলতে পারছেন না !

কলীম স্যার এবার মহা ফাপড়ে পড়লেন গাড়িতে ওঠার ফল যে এই হবে জানলে কি আর একাজ করতেন। গায়ের সাদা পাঞ্জাবীটি মাজায় গুটিয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে গাড়ির চাকা ঠেলতে অরম্ভ করলেন। কলীম স্যারের গায়ে কিন্তু খুব শক্তি। এক ঠেলে প্রায় তুলেই ফেলেছিলেন কিন্তু কোথায় যেন বেধে চাকাটি আবার গর্তে ফিরে আসল। বেশ কিছুক্ষন ঠেলাঠেলি করার পর স্যারের মাথা গরম হয়ে গেল। গাড়ি থেকে সাইকেলটি নামিয়ে নিয়ে আবার আগের মত হাটতে শুরু করলেন। গাড়োয়ান বোকার মত স্যারের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল তারপর একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। রানারাও কলীম স্যারের পাশ দিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। স্যার তাদের চিনতে পারেন নি পারলেও ডাকতেন না। রানার দরখস্ত নিয়ে হেড স্যারের কাছে বকুনি শোনার পর থেকে তিনি রানার সাথে কথা বলেন না। তিনি রানার উপর রাগ করেছেন। তার মত লোকের সাথে কথা না বললেই রানার ভাল হয়।

বাড়ি ফিরে মামাকে সব খুলে বললে তিনি বললেন

ঠিকই করেছিস, খুবই উত্তম হয়েছে। যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে। ইসলাম নিয়ে তামাশা করে তাদের

সম্মান করা যাবে না যদিও তারা শিক্ষক হয়। তারা আবু জেহেল, তাদের আবু জেহেলের মত শাস্তি হওয়া উচিৎ।

৫ . সান্টুমামার স্কুল

কলীম স্যার এখন ভুতের মত খাটুনি করেন, প্রতিদিন হেটে স্কুলে আসেন। তাকে হেটে আসতে দেখে রানা আর মিতুলের খুব আনন্দ হয়। কয়েকদিন পর একদিন হেড স্যার ইব্রাহীম (আঃ) এর কাহিনি বলছিলেন। কাহিনিটি শেষ হতে না হতেই বাবুভাই নোটিশ খাতা নিয়ে হাজির হলেন। দরজার কাছে দাড়িয়েই নোটিশ খাতাটি মেলে ধরলেন যেন হেড স্যার হুকুম দিলেই পড়তে শুরু করবেন। হেড স্যার ভুরু কুচকে তাকালেন তার দিকে কিন্তু কিছুই বললেন না। তিনি যা বলছিলেন তাই বলতে থাকেন।

ইব্রাহীম (আঃ) একজন নবী ছিলেন। তার বাবা একজন মুশরিক ছিল। যারা মুর্তিপুজা করে তাদের মুশরিক বলে। মুশরিকরা জাহান্নামী। হিন্দুরা মুর্তিপুজা করে, তারা জাহান্নামী।

ইব্রাহীম (আঃ) তার বাবাকে মুর্তিপুজা করতে নিষেধ করলেন। বললেন মুর্তিপুজা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, মুর্তিপুজা শয়তানের কাজ। কিন্তু তার বাবা তার কথা শুনল না। পরে একদিন ইব্রাহীম (আঃ) মুর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন।

হেড স্যার একটু হেসে নিয়ে আবার শুরু করলেন

মুর্তির কোন ক্ষমতা নেই। মুর্তি তো জড় বস্তু। যারা মুর্তি পুজা করে তারা ভুল করে। তাদের বোঝাতে হবে। বলতে হবে তোমরা ভুর করছো। তোমরা মুর্তি পুজা করনা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর। সলাত পড়, কোরআন পড়। এসব করলে আল্লাহ জান্নাত দেবেন আর মুর্তিপুজা করলে আল্লাহ জাহান্নামে দেবেন। যারা হিন্দু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা জাবে না। তাদের ভালবাসা যাবে না।

এতদুর কথা বলে হেড স্যার আবার তাকালেন বাবু ভায়ের দিকে। তিনি তখনও মুর্তির মত দাড়িয়ে ছিলেন।

তুই কি কিছু বলবি ?

জি স্যার, এই যে পুজোর ছুটির নোটিশ এটা ছাত্রদের শোনাতে হবে। তার আগে আপনার সাক্ষর লাগবে।

বাবু ভায়ের কথা শুনে হেড স্যারের নাক শিটকালেন। খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বললেন।

সরকার পুজোর ছুটি দিয়েছে, তুই ঘোষনা করে দে। এর মাঝে আবার আমার দরকার কি ?

হেড স্যারের কথা শুনে বাবু ভাই দরজায় দাড়িয়েই নোটিশটি পড়তে আরম্ভ করলেন।

স্নেহের ছাত্রবৃন্দ ,

তোমাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ...

এতদুর বলতেই হেড স্যার তাকে থামিয় বললেন

হয়েছে , এবার যা।

বাবুভাই চলে গেলে স্যার আবার শুরু করলেন

যারা মুর্তি পুজা করে তারা মানুষ নই, পশুর চেয়েও অধম। মুসলিমরা ছাড়া অন্য সব ধর্মের লোকই জাহান্নামী। আমাদের উচিৎ তাদের জাহান্নাম থেকে বাচানোর চেষ্টা করা। তাদের বলতে হবে তোমরা মুসলিম হয়ে যাও তাহলে রক্ষা পাবে। আর যদি তোমরা হিন্দু খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরন কর তবে তোমাদের আগুনে পুড়তে হবে। ঘন্টা পড়লে স্যার যাওয়ার আগে ছাত্রদের বারবার পুজো দেখতে নিষেধ করলেন তিনি বললেন যদি কেউ পুজো দেখতে যায় তবে তাকে আমি ভীষন শাস্তি দেব।

ছুটির দিন গুলোতে রানার অনেক আরবী শব্দ মুখস্ত হয়ে যায়। মামা এবার তাকে ব্যাকারন পড়াতে শুরু করেন। এখন মামা রানাকে অনেক বেশি পড়ান, সকালে পড়ান আর সন্ধায় পড়া নেন। প্রতিদিনের মত সেদিনও সন্ধাবেলা মামা রানার পড়া নিচ্ছিলেন। পড়া দেওয়া শেষ হলে রানা মামাকে বলে-

ঘোষ পাড়ার হিন্দুরা কাল পুজো ডুবাবে। এগ্রামের সবাই যাবে দেখতে। মিতুলও যাবে। পুজোর সময় প্রতিবারই পুজো তলায় বাতাসা বিলায়। ছোট বড় সবাই সেই বাতাসা কুড়িয়ে খায়।

রানার কথা শুনে মামার মুখের রং পাল্টে গেল। একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন

তুই যাস নাকি ?

রানা মাথা নাড়ে। সে যায় না। তার মা তাকে নিষেধ করে।

রানা যায় না শুনে মামা খুশি হয়ে বলেন

আল্লাহ মুর্তি পুজা পছন্দ করেন না। যারা মুর্তি পুজা করে তারা জাহান্নামী, ওদের পাপ হয়। যারা মুর্তি পুজা

দেখতে যায় তাদেরও পাপ হয়। পুজোর সময় দেওয়া বাতাসাও খাওয়া যাবে না।

রানা খুব চিন্তিত হয়ে বলে

মিতূল তো যায় ওরও কি পাপ হবে।

একথা শুনে মামাও চিন্তিত হলেন কিছুক্ষন চুপকরে থেকে বললেন।

কাল সকালেই ওকে ডেকে আনবি আমি ওকে নিষেধ করে দেব।

সকালে মামা মিতূলকে নিষেধ করে দেন। সে আর রানা ছাড়া আর সবাই পুজো দেখতে গিয়েছিল। পুজো তলা থেকে বাতাসা কুড়িয়ে পকেট ভর্তি করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তাদের বাতাসা খাওয়া দেখে রানাদের একটুও আফসোস হয়নি। সে সবাইকে বলেছিল পুজো দেখতে নেই পুজোর বাতাসাও খেতে নেই । কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি।

ছুটির পর প্রথম যেদিন স্কূল শুরু হল সেদিন হেড স্যার ক্লাসে এসে কিছুক্ষণ বিভিন্ন কাহিনী শোনালেন তারপর বললেন

কে কে পুজো তলায় বাতাসা কুড়াতে গিয়েছিলি হাত তোল।

হেড স্যারের ভাব সাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভীষণ রেগে রয়েছেন। এখন হাত তোলা নিরাপদ নয় ভেবে ক্লাসের কেউই হাত তুলল না। কেউ হাত তোলেনি দেখে স্যার আরও বেশি রেগে গেলেন হাতের মোটা লাঠিটি দিয়ে টেবিলের উপর কড়াৎ কড়াৎ করে দুতিনটি আঘাত করে আবার বললেন

পুজো দেখতে গিয়েছিলি কে কে হাত তোল।

আগের বার যারা হাত তুলতে চেয়েছিল লাঠির শব্দ শুনে এবার তারাও সাহস হারিয়ে ফেলে। হেড স্যার কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন, তিনি এবার লাঠি হাতে ক্লাসের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন যেন মুখ শুকে বুঝে ফেলবেন কে কে পুজো তলায় গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যাকে তাকে মার শুরু করবেন। ক্লাসের সবার হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। মাথানিচু করে বেশ কিছুক্ষন চিন্তাভাবনার পর স্যারের মনে নতুন একটা বুদ্ধি উদয় হল। হাতের লাঠিটি মাথার উপর তুলে বজ্রের মত চিৎকার করে বললেন

কে কে পুজো তলায় যাসনি উঠে দাড়া।

ক্লাসের কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। মনে হচ্ছে যারা পুজো তলায় যায়নি

স্যার এবার তাদেরই মারবেন। এবারও কেউ উঠে দাড়াল না কেবল রানা, মিতুল আর ভবেস ভয়ে ভয়ে উঠে দাড়াল। হেড স্যার চিলের মত সরু দৃষ্টিতে তিন জনের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকলেন। তিনি খুশি হয়েছেন কি বেজার হয়েছেন বোঝা যাচ্ছেনা। রানা আর মিতুলকে দেকে খুব একটা আশ্চর্য না হলেও ভবেসকে উঠে দাড়াতে দেখে স্যার নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। ভবেস তো হিন্দু , সে পুজো দেখতে যায় নি কেন ?

স্যার আস্তে আস্তে হেটে ভবেসের সামনে দাড়ালেন। যেভাবে তাড়া দিলে পিলে চমকে যায় সেভাবে তাড়া দিয়ে বললেন

পুজো দেখতে যাসনি কেন ?

ভবেস প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল

স্যার, পুজো দেখলে আমার খুব ভয় করে, সারারাত ঘুম আসেনা কেবলই স্বপ্ন দেখি একটা দশ হাত ওয়ালা মুর্তি দাত বের করে আমাকে ধরতে আসছে। তাই ডাক্তার আমাকে পুজো দেখতে নিষেধ করেছে।

ভবেসের কথা শুনে এতো রাগের মধ্যেও স্যার হেসে উঠলেন। তাচ্ছিল্য করে বললেন-

যেসব মুর্তি স্বপ্নে তেড়ে আসে, শান্তিতে ঘুমতেও দেয় না তাদের পুজো করে লাভ কি!

স্যার রানা আর মিতুলকে প্রশ্ন করলে তারা বলল সান্টু মামা তাদের নিষেধ করেছেন তাই তারা যায় নি। স্যার তাদের কথা বিশ্বাস করলেন ওদের তিন জনকে দাড় করিয়ে রেখে যারা বসে আছে স্যার এবার তাদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি তাদের উপর খুশি হয়েছেন।

তাহলে তোমরা সবাই পুজো দেখত গিয়েছিলে কেমন ?

সব ছাত্ররা একসাথে বলে ওঠে

জী স্যার।

স্যার এবার আরও খুশি হয়ে বলেন -

ছুটির আগের দিন আমি যে তোমাদের পুজো দেখতে যেতে নিষেধ করেছিলাম তাকি তোমাদের মনে আছে ?

সব ছাত্ররা এবার ভেবাচেকা খেয়ে যায়। কেউ কেউ মিন মিন করে বলে

জী স্যার।

স্যার হাসার মত ভান করে বললেন-

তাহলে এখন তোমাদের কি শাস্তি হওয়া উচিৎ ?

ক্লাসের সবাই এবার নিরব কেউ কোন

কথা বলছিল না। হেড স্যার রানা আর মিতুলকে বললেন দুজনে দুকান ধরে একজন একজন করে তার কাছে নিয়ে আসতে। তারা একে একে সবাইকে ছাগলের মত টানতে টানতে স্যারের কাছে নিয়ে আসছিল আর স্যার তাদের দুহাতে সজোরে আঘাত করছিলেন। সেই আঘাতে হাতের তালু লাল হয়ে যাচ্ছিল। এক সময় মিঠুকেও কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসা হল স্যার ওকেও মারলেন।

সবাইকে শাস্তি দেওয়ার পর স্যার বললেন -

রানা আর মিতুলই ঠিক করেছে। হিন্দুদের পুজো দেখতে যাওয়া উচিৎ নই। রানার ছোটমামা তাদের নিষেধ করেছেন। তোমাদের তো আর রানার মত মামা নেই তাই তোমাদের কেউ নিষেধ করেনি। রানাদের গ্রামে যাদের বাড়ি তারা রানার মামার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করবে। তিনি ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেন ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ, না করলে পাপ হয়। আর স্কূলে রবিন্দ্রনাথের কবিতা পড়ানো হয় হিন্দু খৃষ্টানদের লেখা গল্প কবিতা পড়লে পাপ হয়।

সেদিন মাগরিবের সলাত পড়ে বাড়ি এসে মামা এক অবাক কান্ড লক্ষ করলেন। রানাদের বাড়ির উঠানে যেখানে বিছানা পেতে ছোট মামা রানাকে পড়ান ঠিক সেইখানটিতে অনেক গুলো মেয়েমানুষ জট পাকিয়ে রয়েছে। ওদের দেখে মামা আর ভিতরে প্রবেশ করলেন না। রানাকে পাঠালেন কি ব্যাপার জেনে আসার জন্য। রানা কাউকে কাউকে চিনতে পারে পলাশের মা , স্বপনের মা আরও অনেকে। রানা মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারা এরা সান্টু মামার সাথে কথা বলার জন্যই বসে রয়েছে। স্কুলের হেড স্যার নাকি সান্টু মামার কাছে জ্ঞান শিক্ষা করতে বলেছেন তাই তারা চায় প্রতিদিন মামা যেভাবে রানা আর মিতুলকে পড়ায় সেভাবে এগ্রামের অন্য ছেলেদেরও যেন পড়ান। শুনে মামা তো খুব খুশি হলেন বললেন-

-আমি কিন্তু স্কূলের পড়া পড়াই না, আমি কেবল কোরআন হাদীসের শিক্ষা শিখায়। আমার কাছে পড়লে কিন্তু আপনাদের ছেলেরা স্কুলের পরিক্ষায় ফেল করবে। তবে কিয়ামতের দিন যে কঠিন পরীক্ষা হবে তাতে ইনশাআল্লাহ পাশ করবে।

মামার কথা শুনে স্বপনের মা বলে

-কিয়ামতের পরীক্ষা আবার কি ?

মামা বলেন

-আল্লাহ জান্নাত আর জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। জান্নাতের ভিতর আছে নদী, গাছ , বাড়ি গাড়ি সব কিছু সেখানে সুখের রাজ্য আর জাহান্নামের ভিতর আছে সাপ , বিচ্ছু , পোকামাকড়, সেখানে যে যাবে তার খুব কষ্ট হবে যারা কোরআন হাদীস পড়ে ভাল আমল করে আল্লাহ তাদের জান্নাতে দেবেন, তারা সুখে থাকবে। আর যারা কোরআন হাদীস পড়বে না, ভাল আমল করবে না তারা জাহান্নামী হবে তাদের ভীষন কষ্ট হবে। এই হচ্ছে কঠিন পরীক্ষা, যারা সেই পরীক্ষায় পাশ করবে তারা জান্নাতী হবে আর যারা ফেল করবে তারা জাহান্নামী হবে।

মামার কথা শুনে উপস্থিত সবাই আতকে ওঠে সবাই গুন গুন করে বলে

তাহলে তো কঠিন ব্যাপার

অন্য একজন মেয়ে বলে ওঠে

স্কুল চুলোয় যাক! কিয়ামতের দিন কঠিন পরীক্ষায় পাশ করলেই হবে। আপনি যা শেখান তাই শিক্ষা দিন আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মামা এবার খুশি হন হাসতে হাসতে বলেন তাহলে আপনাদের ছেলেদের কাল থেকেই পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন সকালেই স্বপন পলাশ হাবলু সহ প্রায় ৭/৮ জন হাজীর হয়ে যায়। মামা তাদের অনেক কিছু শেখালেন। তিনি বললেন

নবী রাসুল কাদের বলে জানো ? আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলেন তারা নবী বা রাসুল আল্লাহ তাদের ওহী শিক্ষা দেন। কোরআন একটা ওহী আল্লাহর ওহীকে আল্লাহর বানী বলে নবী রাসুলরা মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেন কোন কাজ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা বলে দেওয়াই নবীদের কাজ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী তারপর আর কোন নবী আসবে না। আমাদের তার শিক্ষা মেনে চলতে হবে। তার শিক্ষা মেনে চললে আমরা জান্নাত পাব।

মামার কাছে পড়তে সবার খুব ভাল লাগে। আস্তে আস্তে ছোটমামার ছাত্র বাড়তেই থাকে। সবাইকে মামা সলাত পড়তে বলেন মাথায় টুপি দিয়ে সবাই যখন মসজিদে সলাত পড়তে যায় তখন কত যে সুন্দর লাগে! গ্রামের সবাই মামার সুনাম করেন। বৃদ্ধরা বলেন ওমন জ্ঞানী আর আল্লাহ ওয়ালা লোক তারা সারা জীবনে দেখেননি।

গ্রামের এই উন্নতি দেখে রানার বাবাও খুব খুশি হন তিনি প্রায়ই রানার মার

সাথে ছোটমামার প্রসংসা করেন। একদিন রাতে মামা রানার বাবার সাথে কথা বলতে বলতে বললেন

-আমার তো এবার চলে যাওয়া দরকার।

কথা শুনে বাবা খুব চেতে গেলেন। রাগান্বিত স্বরে বললেন

-তুমি চলে গেলে এসব ছেলেরা আবার স্কুলে যাবে। স্কুলের স্যাররা তাদের খারাপ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তারা বড় হয়ে শেখ আবু রায়হানের মত হতে পারবে না। তারচে বরং তুমি এ গ্রামেই থেকে যাও। প্রায়মারী স্কুলের নিকটে রাস্তার পাশে আমাদের যে জমিটি আছে ওখানে আমি একটা ঘর বানিয়ে দেব ওখানে তুমি এসব ছেলেদের পড়াবে।

মামা সম্মত হলেন। পরদিনই বাবা মসজিদে যেয়ে বিষয়টি সবাইকে জানালেন শুনে সবাই খুশি হল পরদিন থেকেই মামার স্কূর নির্মানের কাজ শুরু হল। বাশের খুটি আর বেড়া দেওয়ার পর উপরে টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরী করা হল স্কূলটি। প্রায় ১৫/২০ জন ছাত্র সেখানে পড়তে আসত। মামা তাদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। ঐ ঘরটিকে সবাই বলত সান্টুমামার স্কুল।

تم بحمد الله وتوفيقة

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

* ভাষা শিক্ষা:

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)   ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)